NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ ইংল্যান্ড সিরিজে বিশ্রামের সম্ভাবা রোহিত-কোহলিকে, সঙ্গী বুমরাহও!

বিজয় হাজারেতে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে কেরল-বধ বাংলার ৭

কলকাতা ১ জানুয়ারি ২০২৫ ১৬ পৌষ ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ২০১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 01.01.2025, Vol.18, Issue No. 201, 8 Pages, Price 3.00

স্বাগত ২০২৫

একদিন পত্রিকার তরফে সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানাই ইংরেজি নববর্ষের আন্তরিত প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

নতুন বছর ২০২৫ সালকে স্বাগত জানাল অস্ট্রেলিয়া।

ঘটনাপ্রবাহের পুরনোকে বিদায়

নতুন বছরকে স্বাগত জানাল রাজ্যবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন: অযোধ্যার রামমন্দির উদ্বোধন থেকে শুরু করে লোকসভা ভোটে তৃতীয় মোদি সরকারের চমকপ্রদ প্রত্যাবর্তন। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে ঘিরে অভূতপূর্ব নাগরিক আন্দোলন। মনমোহন সিং, উস্তাদ জাকির হোসেনের প্রয়াণের মত মহীরুহ পতন। নানামুখী ঘটনাপ্রবাহের সমাবেশে অন্যান্য ছিল বিদায়ী এই বছর ২০২৪। বছরের শুরুতেই ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় বহু চর্চিত রামমন্দিরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যা নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। সেই দিনই কলকাতার রাস্তায় সম্প্রীতি মিছিল করেছিল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। এরপরেই বেজে যায় লোকসভা ভোটার দামামা। ইন্ডিয়া জোট গড়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র বিরুদ্ধে মাঠে নামে বিরোধী শিবির। মার্চের ১০ তারিখ ব্রিগেডে জনগর্জন সভা করে তৃণমূল। এপ্রিল এবং মে মাস লোকসভা নির্বাচনে গোটা দেশের পাশাপাশি এরাজ্য ছিল সরগরম। জুনের ৪ তারিখ লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণা হয় । কেন্দ্রে মোদি সরকারের প্রত্যাবর্তন সত্বেও এরাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস আসন ২২ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৯।

এর পর অভিশপ্ত সেই অগস্ট মাস। আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় শুরু হয় জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন। সমান্তরালভাবে নাগরিক আন্দোলনের মাইলফলক লিখতে শুরু করে বাংলা। এর মধ্যেই ধর্ষকের ফাঁসির দাবিতে রাস্তায় নামেন রাজনীতিক মমতা। তারপর সময় গড়ালেও আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়নি। অক্টোবর -নভেম্বরের উৎসব মুখর সময়ও রাস্তা ছিল ন্যায়বিচার আন্দোলনকারীদের দখলে। সরকারের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের একাধিক ব্যর্থ বৈঠকের এসময় স্বাক্ষী থেকেছেন রাজ্যবাসী। খানিকটা চাপে পড়েই কলকাতার পুলিশ কমিশনার-সহ পুলিশ ও স্বাস্থ্য প্রশাসনের একাধিক পদস্থ কর্তাকে সরাতে হয় রাজ্য সরকারকে। অক্টোবর দোরগোড়ায় হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূমের মতো জেলা বন্যাকবলিত হয়ে পড়ে। কিছু পরে ঘূর্ণিঝড় ডানা আছড়ে পড়ে বাংলায়। নভেম্বরে রাজ্যের ছ'টি বিধানসভার উপনির্বাচনে বিপুল জয় পায় তৃণমূল। যা প্রমাণ করে দেয়, আরজি কর আন্দোলনের কোনও ছাপ ভোটের বাক্সে পড়েনি। ডিসেম্বরের গোড়া থেকেই উৎসবমুখর ছিল রাজ্য। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হয়েছে। শুরু হয়েছে বড়দিন ও নববর্ষের উৎসব। আবার ধর্মতলায় নব উদ্যমে আন্দোলন শুরু করেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। সব মিলিয়ে উৎসব ও আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাচ্ছেন রাজ্যের মানুষ।

কলকাতায় নকল ওষুধ উদ্ধার, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি কলকাতার একটি ওষুধের দোকান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে নকল অ্যান্টি ক্যানসার, অ্যান্টি ডায়াবেটিক বিভিন্ন ধরনের ওষুধ। এছাড়াও আয়ারল্যান্ড, তুর্কি, বাংলাদেশ এবং আমেরিকার বিভিন্ন ওষুধের লেভেল উদ্ধার করলেন সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গ্যানাইজেশন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ড্রাগ কন্ট্রোল ডিরেক্টরেটের আধিকারিকেরা। প্রসঙ্গত, সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গ্যানাইজেশন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ড্রাগ কন্ট্রোল ডিরেক্টরেটের তরফ থেকে এক যৌথ অভিযান চালানো হয় বলে সূত্রে খবর। এই অভিযানের পরই সামনে আসে এমন ঘটনা। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছে ওষুধ প্রস্তুত করার বিভিন্ন সামগ্রী।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে খবর, এই ঘটনায় মিলছে বাংলাদেশ যোগ। দেশি-বিদেশি নামী কোম্পানির ওষুধ নিয়ে কালোবাজারির অভিযোগে গ্রেপ্তারও করা হয় এক মহিলাকে। তিনি রিজেন্ট পার্কের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ক্যানসার, ডায়বেটিস মোকাবিলার ওষুধ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কেন্দ্রের এই অভিযান বড়সড় সাফল্য পেল বলে মনে করা হচ্ছে। দেশজুড়ে এধরনের অপারেশন আরও চলবে বলে ড্রাগ কন্ট্রোল সূত্রে খবর।

সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন, পূর্বাঞ্চলীয় শাখার তরফে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার কলকাতায় অভিযান চালানো হয়। তাতে উদ্ধার হয় প্রচুর ওষুধ, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৬.৬ কোটি টাকা। বাংলাদেশ, আমেরিকা, তুরস্ক, আয়ারল্যান্ডের তৈরির সেসব ওষুধ। কোনওটা ক্যানসার নিরাময়ের, কোনওটা আবার ডায়বেটিসের। কোনও কোনও ওষুধের স্ট্রিপে লেখা, 'মেড ইন বাংলাদেশ'। কিন্তু এসব ওষুধ ভারতে আমদানির জন্য যেসব নথি প্রয়োজন, তা পাওয়া যায়নি। কে বা কারা এত বড়সড় চক্র চালাচ্ছে, তার তদন্তে নেমে ড্রাগস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের সদস্যরা এক মহিলার খোঁজ পান।

বর্ষশেষে ক্ষমাপ্রার্থী মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী

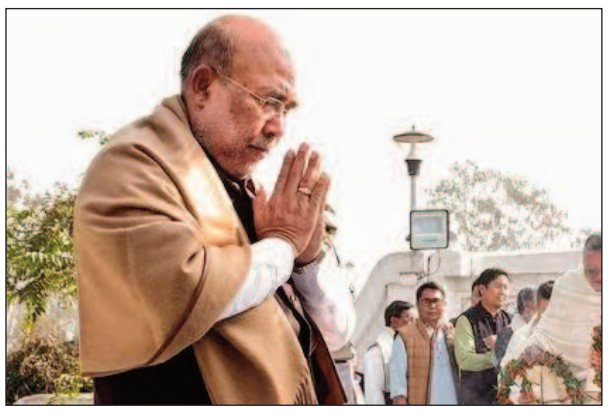

ইম্ফল, ৩১ ডিসেম্বর: বছরশেষের দিনে রাজ্যবাসীর কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, 'যা হয়েছে ভুলে যান!' আশ্বাস দিলেন, পরের বছর থেকেই শান্তি ফিরবে রাজ্যে। তিনি ফেরাবেন! যদিও এই আশ্বাসের দিনেও শান্তি ফিরল না। বরং অশান্তির জেরে কার্ফু ঘোষণা হল এক জেলায়।

গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে গোষ্ঠী হিংসায় উত্তাল মণিপুর। এ পর্যন্ত কয়েকশো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। গৃহহীন আরও অনেকে। সম্প্রতি পরিস্থিতি সামান্য নিয়ন্ত্রণে এলেও এখনও অশান্ত মণিপুর। সেই আবহেই এ বার রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। মঙ্গলবার ইম্ফলে একটি সাংবাদিক বৈঠকে বীরেন বলেন, 'এই পুরো বছরটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক ছিল। গত বছরের ৩ মে থেকে আজ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, তার জন্য আমি রাজ্যের জনগণের কাছে দুঃখপ্রকাশ করছি। বহু মানুষ প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। অনেককে ঘরবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু গত তিন-চার মাসের পরিস্থিতি দেখার পর আমার বিশ্বাস, ২০২৫ সালে রাজ্যে স্বাভাবিকতা ফিরবে।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, পাহাড়ি এবং উপত্যকার জেলাগুলির সীমানায় নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন করেছে কেন্দ্র, এর ফলে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে গুলি চলার ঘটনাও কমেছে। পশ্চিম ইম্ফল, পূর্ব ইম্ফল, কংপোকপি ও চুরাচাঁদপুর জেলা মিলিয়ে দু'হাজারেরও বেশি বাস্তুচ্যুত পরিবারকে নিজেদের ভিটেয় পুনর্বাসিত করা হয়েছে। ২ ও ৩৭ নং জাতীয় সড়কের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে যথাক্রমে ১৭ এবং ১৮ কোম্পানি অতিরিক্ত নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। এ ছাড়াও, গত কয়েক মাসে গোটা রাজ্য জুড়ে ছ'হাজারেরও বেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনায় সব মিলিয়ে ১২, ২৪৭টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছেন ৬২৫ জন। এর পরেই বীরেনের আশ্বাস, মণিপুরে শান্তি ফেরানোর সবরকম চেষ্টা করছে রাজ্য। মণিপুর প্রশ্নে স্থায়ী সমাধান নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও আলোচনা চলছে। বীরেন বলেন, 'যা হয়েছে ভুলে যান। আসুন অতীত ভুলে নতুন করে শান্তি ও সমৃদ্ধিময় জীবন শুরু করি।' তবে বছর শেষের দিনেও একইরকম অশান্ত ছিল মণিপুর। মঙ্গলবারই নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে স্থানীয়দের একপ্রস্ত সংঘর্ষের পর কার্ফু জারি হয়েছে কংপোকপি জেলার সাইকুলে।

মহাকুম্ভে জঙ্গি হানার আশঙ্কা, মোতায়েন হচ্ছে কমান্ডো-স্নাইপার

প্রয়াগরাজ, ৩১ ডিসেম্বর: কানাডাবাসী খলিস্তানি জঙ্গিনেতা গুরুপতবন্ত সিং পান্নুন হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছেন আগেই। গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, কয়েকটি ইসলামি জঙ্গি সংগঠনেরও নিশানায় রয়েছে প্রয়াগরাজের পূর্ণকুম্ভ। এই পরিস্থিতিতে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে মহাকুম্ভের নিরাপত্তায় এনএসজি কমান্ডো বাহিনী এবং স্নাইপার প্লাটুন মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিল উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার। কুম্ভমেলার ইতিহাসে এই প্রথম বার।

সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, এ বার কুম্ভমেলায় মোট ২৬টি নাশকতা দমন টিম মোতায়েন করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কমান্ডো বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় আধাসেনার স্পেশাল ফোর্সের পাশাপাশি এই তালিকায় থাকছে উত্তরাখণ্ড পুলিশের দু'টি বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিট। থাকবে ড্রোন নজরদারি ব্যবস্থা এবং 'বুলেটপ্রুফ আউটপোস্ট'। বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে শাহি স্নানের স্থান, মন্দির এবং গাড়ির পার্কিং লটগুলিতে।

সাধুর ছদ্মবেশে জঙ্গিরা যাতে হামলা চালাতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে সমস্ত আখড়া-সন্ন্যাসীদের আধার কার্ড সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এ বার প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলা শুরু হবে আগামী ১৩ জানুয়ারি মকরসংক্রান্তিতে। শেষ হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি, শিবরাত্রিতে। চলবে সাত সপ্তাহ ধরে।

ওই দিনগুলিকে জঙ্গিরা হামলা চালানোর জন্য বেছে নিতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। প্রয়াগরাজের মেলাস্থলের আয়তন ৩২ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি।

'আপনাকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হতে হবে'

সন্দেশখালি থেকে বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুষ্টু লোক' মন্তব্যের পালটা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'কে দুষ্টু লোক। সবচেয়ে বড় দুষ্টু লোকের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' প্রসঙ্গত, সোমবার সন্দেশখালির সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানকার মহিলাদের সতর্ক করে 'দুষ্টু' লোকের খপ্পরে না পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন । একদিনের মাথায় সেই সন্দেশখালির মাটিতে দাঁড়িয়েই তাঁর পালটা কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। এই বিষয়ে বলতে গিয়ে সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহান ও তাঁর বাহিনীর অত্যাচারের প্রসঙ্গও টেনে আনেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক।

এদিকে মঙ্গলবারের শুভেন্দুর এই সভার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। বিনা অনুমতিতেই সভা করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। ফেরিঘাট থেকে হেঁটেই মঞ্চে পৌঁছলেন বিজেপি নেতা। মঞ্চে ওঠার আগেই শুভেন্দু বলেন, তিনি সন্দেশখালির কুটুম তাই তাঁকে এভাবে স্বাগত জানানো হচ্ছে। আর তৃণমূলের যে সকল নেতারা এসেছিলেন তাঁরা বেনিফিসিয়ারি।

এরপর মঙ্গলবার সন্দেশখালিতে সভা মঞ্চে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আপনি শাহজাহান ও তাঁর বাহিনীর অত্যাচারের কথা ভুলে যেতে বলেছেন সন্দেশখালির মহিলাদের। ওটা ভুলবে না কেউই। সন্দেশখালির মা-বোনেরা ভুলবে না। আমিও তো ভুলবই না। বিঘার পর বিঘা জমি জরবদখল করে জলকর বানিয়ে রেখেছিল শাহজাহান, শিবু হাজরা'রা। ১০০দিনের কাজের টাকা হোক কিংবা আবাসের টাকা। সাধারণ মানুষকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করে সেই টাকা লুট করেছে শেখ শাহজাহান ও তার দলবল। এত মানুষ অত্যাচারিত। তারপরেও মুখ্যমন্ত্রী এসব কথা ভুলে যেতে বলেছেন। কখনওই তা ভুলে যাবে না সন্দেশখালির মানুষ।'

বিজেপি এ রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সন্দেশখালি-কাণ্ডে কমিশন গঠন করবে বলেও এ দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুঁশিয়ারি দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই বিষয়ে তিনি বলেন, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে কমিশন গঠন তো করবেই, তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আপনাকেও জেলে যেতে হবে। সন্দেশখালির বাসিন্দাদের আপনি মিথ্যা অভিযোগে জেলে পুড়েছেন। সেই বদলা আমরা সুদে আসলে নেব। সেদিন আর বেশি দূরে নেই। আর মাত্র ১৫ মাস। তারপর আপনাকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হতে হবে।' এরই রেশ ধরে এও জানান, 'নন্দীগ্রামে আমি জিতেছি। আমার ভাইকে জিতিয়েছি কাঁথিতে। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে তমলুকে জিতিয়েছি। সন্দেশখালি যে পথ দেখিয়েছে, আগামী দিন পশ্চিমবঙ্গ সেই পথে হাঁটবে।' সঙ্গে এ হুঁশিয়ারিও দেন, 'বদলা নেব। আইন মেনে বদলা নেব। আমায় হারাতে গেছিল কলকাতা থেকে। আমি হারিয়ে পাঠিয়েছি। এবার আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। উনি ধার করে টাকা দিচ্ছেন না। চাকরি নেই। লদীর ভাণ্ডারের ১০০০ টাকা। আপনি জেনে রাখুন এক কোটি টাকা দিলেও কোনও হিন্দু ভোট দেবে না।'

এদিন সন্দেশখালির বর্তমান অবস্থা প্রসঙ্গে এদিন শুভেন্দু বলেন, 'এখানকার মানুষের অবস্থা ভাল নয়। বাম আমলে কুড়ি হাজার টাকা করে ঋণ ছিল। এখন ঋণ হয়েছে মাথাপিছু ৫৯ হাজার টাকা করে। এই যে কিছু বাড়িতে ৬০ হাজার টাকা করে দিয়েছেন সেটাও ভারত সরকারের থেকে ঋণ নিয়ে। সোমবার এমন ভাবে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মনে হবে না, মনে হবে বিরোধী দলনেতা বা ৬ মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। বলছেন রামপুর জেলিয়াখালি করে দেব। আপনাকে করতে হবে না, বিজেপি ক্ষমতায় এলে করে দেবে। এতদিন পরে মনে পড়েছে সন্দেশখালিতে ৫০ বেডকে ১০০ বেড করবে।' এদিন শুভেন্দু প্রশ্ন তোলেন স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প নিয়েও। এতে কী হয় সে প্রশ্ন সন্দেশখালির বাসিন্দাদের করেন তিনি। সঙ্গে এও জানান, আয়ুষ্মান ভারত চালু করতে দেয়নি। একাধিক ভারত সরকারের স্কিম চালু করতে দেয়নি।এরই পাশাপাশি শুভেন্দু এও মনে করিয়ে দেন, 'লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র মামলা করেছে। কারণ, হাজি নুরুলের মনোনয়ন ত্রুটি যুক্ত। কয়েকদিন আগে শুনানি ছিল। রাজ্য সরকার হলফনামা জমা দিতে গিয়েছিল। বিচারপতি হলফনামা বাতিল করে ক্ষমা চাইয়েছে কোর্টে। পরের শুনানি ১৫ই জানুয়ারি। নিশ্চিন্তে থাকুন সাংসদ বিজেপির হবে।'

বর্ষবরণে বাড়ল শীতের আমেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীতের আমেজ কিছুটা বাড়লেও, বর্ষবরণে জাঁকিয়ে শীত নয়। জানিয়ে দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কারণ, পরপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় আটকে উত্তুরে হাওয়া। কলকাতায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে হবে তাপমাত্রা। জেলায় জেলায় ১০ ডিগ্রির কাছে নামতে পারে তাপমাত্রা।

মঙ্গলবার থেকে উত্তুরে হাওয়ায় হিমেল পরশ রাজ্যে। তবে জাঁকিয়ে শীত নয়। এদিন কলকাতায় সকালে হালকা কুয়াশা আর ধোঁয়াশা নজরে আসে। তবে বেলা বাড়তে পরিষ্কার হয় আকাশ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সামান্য কমলো। মঙ্গলবার থেকে উত্তুরে হাওয়ায় হিমেল পরশ রাজ্যে। তার জেরে বুধবার থেকে তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমতে পারে। তবে জাঁকিয়ে শীত নয়।

কলকাতা সকালে হালকা কুয়াশা ধোঁয়াশা। বেলায় পরিষ্কার আকাশ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সামান্য কমে। বুধবার থেকে তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমতে পারে। দুই দিনে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে। বর্ষবরণে শীতের আমেজ কিছুটা বাড়তে পারে। তবে নতুন বছরের শুরুতে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই।

মঙ্গলবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। সোমবার বিকেলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বছর শেষে স্বপ্নপূরণ, সন্তোষ ট্রফি জয় বাংলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বপ্ন সফল। ৩৩ নম্বর সন্তোষ ট্রফি জিতলো বাংলা। ৮ বছর পরে সন্তোষ পেলো টিম বেঙ্গল। বছরের শেষদিনে হায়দরাবাদে অতিরিক্ত সময়ে রবি হাঁসদার গোলে জয় পেলো সঞ্জয় সেনের ছেলেরা। এদিন প্রথমদিকে নরহরি শস্ট্রা চোটের কারণে নামতে পারেননি। আর প্রথমার্ধে গোলের সুযোগ তৈরি করে দুই দলই কিন্তু আর গোল হচ্ছিলো না। সেকেন্ড হাফেও বাংলা-কেরালা দুই দলই গোল পাচ্ছিল না। এদিন বাংলার ডিফেন্স ছিল অনবদ্য। মাঝমাঠের দখল রেখেছিলেন চাকু মাণ্ডি, আদিত্য থাপারা। দুই উইং দিয়ে আক্রমণে ওঠার দায়িত্ব ছিল আবু সুফিয়ান ও মনোতোষ মাজির।আর ম্যাচের একেবারে শেষে ৯০ মিনিটে রবি হাঁসদা জয়সূচক গোল করেন। এই গোল করে তিনি বাংলার সন্তোষ ট্রফি ইতিহাসে এক টুর্নামেন্টে সবথেকে বেশি গোলের মালিক হলেন। গোল করে আনন্দে জার্সি খুলে ফেলেন তিনি। বাংলার ফুটবলে এই সন্তোষ জয় একটা নবজাগরণ সৃষ্টি করল। এবারে বাংলার ৩ প্রধান বাইরের ফুটবলারদের জায়গায় বাংলার ফুটবলারদের কথা ভাববে সেটা আশা করাই যায়। আর কোচ সঞ্জয় সেনের আই লিগ জয়ের পরে এটাও একটা নতুন মাইলস্টোন তৈরি করলেন। বুধবার শহরে ফিরবে দল। রাজ্য সরকার আর আইএফএ থেকে সন্তোষ জয়ী বাংলা দলকে দেওয়া হবে সংবর্ধনা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৫১৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sushanta Chakraborty ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Arjun Chakraborty ও L. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৯৭৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Arun Santra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ajit Santra ও A. K. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৫৮২ নং এফিডেভিট বলে Uttam Kumar Ghosh ও Uttam Ghosh S/o. Bhola Nath Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৬১৪৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Rabin Mahato ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shantiram Mahato, Shanti Ram Mahato ও S. R. Mahato সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১ লা জানুয়ারি, ১৬ ই পৌষ । বুধবার । শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে ধনু রাশি । অষ্টোত্তরি বৃহস্পতি র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বৃদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(আজ ২০২৫ খ্রীষ্টাব্দ শুভারম্ভ। কল্পতরু উৎসব। বিজ্ঞানাচার্য্য সত্যেন্দনাথ বসুর ভুমিষ্ঠ দিবস। পৌষ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি মুহূর্ত। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি তে কল্পতরু উৎসব। কাশীপুর শ্রী রামকৃষ্ণ মহাশ্মশানে ও কাকুড়গাছি যোগদ্যানে পুজো হোম। রাজজ্যেতিষী ইন্দ্রনীল মুখার্জী র বাগুইআটির চেম্বারে শ্রী শ্রী চামুন্ডা, শ্রীশ্রী মুন্ডুমালা দেবী শক্তির পুর্ণ জাগরন।)

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২৪ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ২৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Arup Kumar Seth (old name) S/o. Nimai Sett R/o. 59/6 Kantapukur 3rd Bye Lane, Kadamtala, Bantra, Howrah-711101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Arup Seth (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Arup Kumar Seth & Arup Seth S/o. Nimai Sett সকলেই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার স্ত্রী Mithu Seth @ Mithu De Seth.

নাম-পদবী

গত ৩০/১২/২৪ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Mithu Seth (old name) W/o. Arup Seth R/o. 59/6 Kantapukur 3rd Bye Lane, Partha Appt. Flat No. 304, Kadamtala, Bantra, Howrah-711101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mithu De Seth (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Mithu Seth & Mithu De Seth W/o. Arup Seth সকলেই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, BALESH KUMAR BAGREE, having AADHAAR # 4805 5496 7304, do hereby declare that I and B BAGREE {as mentioned in my Driving Licence # WB01 19870550911 issued by Government of West Bengal}, are the same person vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on 28-12-2024. I wish to have my full name printed in my Driving Licence as BALESH KUMAR BAGREE.

CHANGE OF NAME

I Pradeep Pugalia S/o Sri Sumermal Pugalia, residing at 6/1A, Moira Street, Kolkata-17, have changed my name and shall henceforth be known as Pradeep Kumar Pugalia as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit dt 28-12-2024, Pradeep Pugalia and Pradeep Kumar Pugalia both are same and identical person.

নাম-পদবী

আমি প্রদ্যুৎ হালদার ১৯-১২-২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে পিতা U.F. Halder Fatik Halder একই ব্যক্তি হইল পিতার আসল নাম ফটিক হালদার।

ভ্রম সংশোধন

শ্রীমতী লক্ষী রানী গিরি @ লক্ষীবালা গিরি এর পক্ষে আমোক্তার শ্রী স্বপন মুখার্জী -এর গত ১৯/০৭/২০২৪ তারিখে এই সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তীতে আমোক্তার নং ৯৬৩৯ এর পরিবর্তে ৯৬২৯ পড়তে হবে, অন্যান্য সকল তথ্য অপরিবতিত থাকবে।

E-TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Dhoradaha- II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), P.O- Paschim Dogachhi, Nadia. **NIET NO. 268/DGP-II/SBM/ 2024,** Last date of submission **15.01.2025 up to 12p.m.** For details please contact to the office or visit **www. wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Dhoradaha- II Gram Panchayat.

Public Notice

I, ABISHEK DIYALI S/o Amit Diyali residing at M. V. Road, Park Location, Ward No. 13, Kurseong, Darjeeling, West Bengal – 734203, hereby undertake that I want to change my name to AANYA DIYALI and gender as female.

I, ABISHEK DIYALI henceforth be known as AANYA DIYALI

D/o Amit Diyali.

The above statement made by me is true and correct to the best of my knowledge and belief. I will be personally responsible for the same and, the Department of Publication will not be liable for any consequences arising therefrom.

PALLAVI BUDWANI

Re : Flat No. 8, 3rd Floor,
7, Haridas Daw Road, Ward No. 117,
Kolkata-700053

Original Title Deed of the above is untraceable which is going to be sold soon. If anyone has any claim on the said flat is at liberty to contact Ms. P. Chowdhury, 8 Lake Avenue, Kolkata-700026 with proper document within 14 days from the date of this advertisement otherwise the flat will be transferred as unencumbered and no claim afterwards will be entertained.

DECLARATION

I, RUBAIYA SULTANA W/O Abdul Barik Molla D/O Abul Kalam Laskar residing at Dihimedanmalla, P.O.- Dalshin Gobindapur, P.S.- Baruipur, Dist - South 24 Parganas, Kolkata - 700145, WB do hereby declare vide affidavit filed before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Baruipur, Kolkata-144 dated 24.10.2024 that my father's original name is Abul Kalam Laskar and it is recorded in my PAN card but in my pass certificate of High Madrasah Examination, 2009, my father's name is recorded as Md. Abul Kalam Laskar inadvertently. Abul Kalam Laskar and Md. Abul Kalam Laskar is the same and one identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

অঙ্কিতা সিংহরায় পিতা ৺অসীম কুমার সিংহরায় সাকিম খামারচন্ডী, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, পঃবঃ, মহাশয়া বিগত ইং 05/01/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-109/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শিখা সিংহরায়** স্বামী ৺অসীম কুমার সিংহরায় সাকিম খামারচন্ডী, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, পঃবঃ, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 27/09/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3909/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শাকিলা বিবি** স্বামী সওকাত আলি মল্লিক সাকিম মানিকপুর, বেলমুড়ি, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২ মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা নয়ানগর, ০৮ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২২৯ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩৮৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৫ শতক তন্মধ্যে ৪/৫ অংশে ২৮ শতক, তন্মধ্যে ২.৩৩ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শাকিলা বিবি** স্বামী সওকাত আলি মল্লিক উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

মোসাম্মত মমতাজ বেগম, স্বামী - সেখ গোলাম নয়নদ্দিন, সাং - বৈঁচি আলিপুর, পোঃ - বৈঁচি, থানা -পাণ্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন নং-৭১২১৩৫। বিগত ইংরাজীর ১৭/০৬/১৯৮৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV - 48/1989 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(সেখ গোলাম ময়নদ্দিন,** পিতা-সেখ গোলাম মোস্তাফা) সাং - বৈঁচি আলিপুর, পোঃ - বৈঁচি, থানা - পাণ্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন নং-৭১২১৩৫ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি এ.ডি.এস.আর পাণ্ডুয়া অফিসে ১৭/১০/২০০১ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ১৯৬৮/২০০১ নং দলিল মূলে **দিলীপ কুমার নাগ,** পিতা - ৺গিরীশ চন্দ্র নাগ, সাং - বাঁটিকা, পোঃ - বৈঁচি, থানা - পাণ্ডুয়া, হুগলী, পিন নং- ৭১২১৩৫ মহাশয়কে কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি। **তপশীল:** জেলা- হুগলী, থানা- পাণ্ডুয়া, মৌজা- বাঁটিকা, জে. এল. নং ৭, হাল এল.আর. ৩২ খতিয়ানে ১) সাবেক ১৪৮ হাল ১৬৪ দাগে বাস্তু ১৲ আনায় ৪০ শতকের মধ্যে ০৪ শতক । ২) সাবেক ১৪২ হাল ১৫৮ বাস্তু ১৲ আনায় ৪০ শতকের মধ্যে ০৪ শতক। একুনে দুইটি দাগে ০৮ শতক আমমোক্তার নামা দলিল মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **দিলীপ কুমার নাগ,** পিতা-৺গিরীশ চন্দ্র নাগ উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল.এ্যান্ড এল.আর.ও. পাণ্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-সেখ গোলাম ময়নদ্দিন
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)কুমারী সুমিত্রা কুন্ডু ২)কুমারী হিরন্ময়ী কুন্ডু ৩)কুমারী শান্তি কুন্ডু ৪) শ্রীমতী কল্পনা কুন্ডু(শেঠ) সকলের পিতা ৺মৃত্যুঞ্জয় কুন্ডু, ৪ নং এর স্বামী শ্রী চঞ্চল শেঠ সকলের সাকিম আলাসিন, জায়ের, পাণ্ডুয়া, হুগলী, বিগত ইং 05/07/2002 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-22/2002 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **১)শ্রী শ্রীধর কুন্ডু ২)শ্রী লক্ষ্মী নারায়ন কুন্ডু** উভয়ের পিতা ৺মৃত্যুঞ্জয় কুন্ডু সকলের সাকিম আলাসিন, জায়ের, পাণ্ডুয়া, হুগলী মহাশয়গণকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 19/09/2005 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5094/2005 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাদের **(১)শ্রী নিমাই কুন্ডু** পিতা ৺বিজয় নারায়ন কুন্ডু, **২) শ্রী লক্ষ্মীকান্ত কুন্ডু** পিতা শ্রী জয়ন্ত কুমার কুন্ডু উভয়ের সাকিম মহানাদ বেজপাড়া, মহানাদ, পাণ্ডুয়া, হুগলী)-কে বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা মহানাদ বেজপাড়া, ১১৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৪৪ নং খতিয়ানে, ক)৩১৫ দাগে শুনা জমি ০.০৩ শতক, খ)৩৮১ দাগে ডোবা ০.০১ শতক, গ) ৩৯৫ দাগে খামার ০.০২ শতক, ঘ)৩৯৮ দাগে ভিটি জমি ০.০৩ শতক, ঙ)৪৫৫/৬০৩ দাগে ডোবা ০.০০ শতক, চ)৯৮১ দাগে শালি জমি ০.০৮ শতক, ছ)১৩৪৪ দাগে শালি জমি ০.০৪ শতক, জ)১৩৭৪ দাগে শালি জমি ০.২৫ শতক, ঝ)১৪২১ দাগে শালি জমি ০.০৫ শতক, ঞ)১৫০৩ দাগে শালি জমি ০.০৫ শতক, ট)১৬২৭ দাগে শালি জমি ০.০৮ শতক, ঠ)১৬৪১ দাগে শালি জমি ০.০৬ শতক, ড)১৬৬৩ দাগে শালি জমি ০.০৪ শতক, ঢ)১৩৪৪/২০৩৯ দাগে শালি জমি ০.০৫ শতক, ণ)১৫০৩/২০৪৮ দাগে শালি জমি ০.০৫ শতক, একুনে মোট ১৫টি দাগে ০.৮৪ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ আমরা ১)শ্রী নিমাই কুন্ডু পিতা ৺বিজয় নারায়ন কুন্ডু, **২) শ্রী লক্ষ্মীকান্ত কুন্ডু** পিতা শ্রী জয়ন্ত কুমার কুন্ডু উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-

(১)শ্রী নিমাই কুন্ডু
(২) শ্রী লক্ষ্মীকান্ত কুন্ডু
ক্রেতাগণ

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)সন্ধ্যা রায়, ২)শকুন্তলা চৌধুরী উভয়ের পিতা ৺লক্ষ্মীচরন চৌধুরী উভয়ের সাকিম কাশ্বাড়া, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, **৩)তাপস চৌধুরী** পিতা ৺নারায়ন চৌধুরী সাকিম বেনীপুর, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, **৪)শম্পা চৌধুরী** পিতা ৺নারায়ন চৌধুরী সাকিম ৮১/৫ সি. এস. মুখার্জ্জী স্ট্রীট কোন্নগর, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৩৫, **৫)রাজকাপুর পার্শী চৌধুরী** পিতা ৺সুরোজ পার্শী চৌধুরী, **৬)বিনোদ পার্শি** পিতা রাজকাপুর পার্শি, ৫ ও ৬ নং এর সাকিম ৭৪/৪১ পানপাড়া মেন রোড ব্যারাকপুর, তালপুকুর, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১২৩ দাতাগণ বিগত ইং 29/08/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-10269/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শান্তি দেবী চৌধুরী** পিতা ৺পাঁচু চৌধুরী সাকিম কাশ্বাড়া, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিক্রয় করিতেছি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা কাশ্বাড়া, ৬২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৮৭৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৩৪৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৫৫ শতকের মধ্যে ০.৪০০০ অংশে ২৪ শতক তন্মধ্যে ০.১৩০৯ অংশে কমবেশী ৭.২ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ান্তে ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তনের জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-শান্তি দেবী চৌধুরী
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী অর্ঘ ঘোষ, ২)শ্রী সৌম্য ঘোষ উভয়ের পিতা গৌতম ঘোষ, **৩)শ্রীমতী গায়ত্রী ঘোষ** স্বামী গৌতম ঘোষ সকলের সাকিম দুর্গাপ্রসাদ প্রকাশ্য ধরমপুর, ভান্ডারহাটী, ধনিয়াখালী, হুগলী মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং 20/02/2013 তারিখে এ.ডি.এস.আর, ধনিয়াখালী, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0023/2013 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী অমিয় ঘোষ** পিতা ৺কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ সাকিম দুর্গাপ্রসাদ প্রকাশ্য ধরমপুর, ভান্ডারহাটী, ধনিয়াখালী, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 29/11/2024 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-9786/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাদের **১)শ্রী দীপ নারায়ন সাহা** পিতা ৺রামদেব সাহা ও **২)শ্রীমতী প্রতিভা সাহা** স্বামী দীপ নারায়ন সাহা সাকিম ভান্ডারহাটী মুচিপাড়া, ভান্ডারহাটী, ধনিয়াখালী, হুগলী-কে বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা পশ্চিম কেশবপুর, ৮২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৪, ৪৫৬৮, ৪৫৬৯, ৪৫৭০, ৪৫৭১ ও ৪৫৭২ নং খতিয়ানে, সাবেক ৬৬ নং তথা হাল এল.আর. ৬৮ নং দাগে শুনা জমি ২৭ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ আমরা **১)দীপ নারায়ন সাহা** পিতা ৺রামদেব সাহা ও **২)শ্রীমতী প্রতিভা সাহা** স্বামী দীপ নারায়ন সাহা উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-

১)শ্রী দীপ নারায়ন সাহা
২)শ্রীমতী প্রতিভা সাহা
ক্রেতাগণ

NOTICE

IN THE HIGH COURT AT CALCUTTA
COMMERCIAL DIVISION
ORIGINAL SIDE
IA NO: GA-COM/1/2024
In CS-COM/806/2024

Saroj Devi Rathi ... Petitioner/Plaintiff
Versus
Karnataka Bank Limited and Ors.
... Respondents/Defendants

To
Coastal Packagers Private Limited
Room No. 9, 8th Floor, 8, Camac Street
Police Station Shakespeare Sarani
Kolkata-700 017

Our Client : Saroj Devi Rathi

Please be informed that our client filed the aforementioned suit in respect of the schedule property against you and others in the Commercial Division of the Hon'ble High Court at Calcutta. In connection with the said suit our client being the plaintiff/petitioner also filed an interlocutory application being GA-COM 1/2024 praying interalia for the following reliefs:

(a) Injunction restraining the respondents along with their men and agents from interfering with and or disturbing the peaceful possession of the petitioner in respect of the suit property till the disposal of the suit;
(b) Injunction restraining the respondents along with their men and agents from entering into and/or dealing with any part or portion of the suit property in any manner whatsoever till the disposal of the suit;
(c) Injunction restraining the respondents along with their men and agents from preventing the petitioner to exercise her right to redeem the suit property till the disposal of the suit;
(d) Ad interim orders in terms of the prayers above, even in the exparte form;
(e) Costs and incidentals to this application be paid to the Petitioner by the Respondents;
(f) Any other order or orders and or direction or directions as this Hon'ble Court may deem fit and proper.

By an order dated 18 October 2024 the Hon'ble High Court was pleased to pass an ad-interim order in terms of prayer (a) and (b) as mentioned above and further restrained the respondent No. 1/ defendant No. 1 Bank from interfering with the possession of the petitioner/plaintiff and/or alienating the schedule suit property.

You are hereby informed and requested to be present before the Hon'ble Justice Krishna Rao or before the appropriate Bench having determination on 08.01.2025 or so soon thereafter as and when the matter is taken up. And you are hereby requested to take further notice that in default of your appearance the said application is liable to be heard and determined in your absence.

SCHEDULE A
(Suit property above referred to)

ALL THAT office space No. 5, measuring 779 sq. ft. of super built up area on the 10th floor with mosaic floor and one car parking space at the ground floor of "Shantiniketan" building constructed at the premises being number 8, Camac Street, (now known as Abanindranath Thakur Sarani), Kolkata-700017, under police station Shakespeare Sarani, in the Southern Division of Kolkata, within the limits of ward no. 063 of the Kolkata Municipal Corporation, butted and bounded in the following manner: **On the East:** lift numbers 3 and 4; **On the South:** open space; **On the West:** space number 6; **On the North:** common passage.

Sd/-
AQUILAW
Advocates
For the Petitioner/Plaintiff

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমতী মিতা গোস্বামী স্বামী শ্রী অনন্ত গোস্বামী সাকিম গোস্বামী মালিপাড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, **২)শ্রীমতী রীতা চ্যাটার্জ্জী** স্বামী শ্রী কল্লোল চ্যাটার্জ্জী সাকিম ৩০/১ অরবিন্দ রোড, নৈহাটী, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩১৬৫ ও **৩)শ্রীমতী নিতা গোস্বামী** স্বামী শ্রী তাপস কুমার গোস্বামী সাকিম ওলাই চণ্ডীতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ সকলের পিতা ৺নিতাই চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ওরফে নিতাই ভট্টাচার্য্য মহাশয়াগণ বিগত ইং 05/12/2022 তারিখে ডি.এস.আর-II, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06192/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী কল্যান কুমার ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺নিতাই চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ওরফে নিতাই ভট্টাচার্য্য সাকিম গোবরআড়া, ধনিয়াখালি, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 14/05/2024 তারিখে ডি.এস.আর-II, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1183/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সুরাপ আলি মল্লিক** পিতা আব্দুল হামিদ মল্লিক সাকিম রাধাবল্লভপুর, বেলমুড়ি, ধনিয়াখালি, হুগলী-৭১২৩০২ মহাশয়কে বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালি, মৌজা গোবরআড়া, ১৭৮ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৮৯ নং খতিয়ানে, সাবেক ৭৬৬ তথা হাল এল.আর. ৮৩৮ নং দাগে শালি জমি ৪১ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সুরাপ আলি মল্লিক** পিতা আব্দুল হামিদ মল্লিক উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালি, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমত্যা মীরা দত্ত স্বামী ৺বিধান কুমার দত্ত **২)শ্রী অনিরুদ্ধ দত্ত,** পিতা ৺বিধান কুমার দত্ত উভয়ের সাকিম সাহাগঞ্জ মেন রোড, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ দাতাগণ বিগত ইং 01/08/2011 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00141/2011 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী বিমান কুমার দত্ত** পিতা ৺প্রভাস চন্দ্র দত্ত সাকিম সাহাগঞ্জ মেন রোড, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইং 03/01/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-0089/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রী সুজন কুমার ঘোষ পিতা নির্মল চন্দ্র ঘোষ, সাকিম সিনেট, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা তালচিনান-সানিহাটী, ৬৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭৭২ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৫৬৫৮ তথা হাল এল.আর. ৫৮৮৪ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ০৯ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী সুজন কুমার ঘোষ** পিতা নির্মল চন্দ্র ঘোষ, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **শ্রী বিমান কুমার দত্ত**
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জজ আদালত
ACT VIII Case No. 51/2024

জয়শ্রী দাস ... **দরখাস্তকারী**
-বনাম-
বন্দনা বাসুলী ... **প্রতিপক্ষ**

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর (মন্দারমনি কোস্টাল) থানার অন্তর্গত তালকাটালিয়া গ্রামের নাবালিকা জয়শ্রী দাসের স্বত্ব দখলী রামনগর (মন্দারমনি কোস্টাল) থানার অন্তর্গত তাজপুর মৌজার (জে. এল. নং ২৪৪) এল. আর. ১২২৬ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৫৫ দাগের ৩৬ ডেসিমল ভুমি নাবালিকার পক্ষে তাহার রক্ষক গার্জেন মাতা বন্দনা বাসুলী দাস নাবালিকার হিতার্থে বিক্রয় করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনায় মাননীয় জেলা জজ, পূর্ব মেদিনীপুর আদালতে Act-VIII Case no. 51/2024 নং মোকর্দ্দমা উথাপন করিয়াছে। উক্ত বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে অত্র পত্রিকা মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর আগামী ইং ২০/০১/২৫ তারিখে উপরোক্ত আদালতে বেলা ১০.৩০ টায় উপস্থিত হইয়া যথারীতি contest করিবেন। অন্যথায় আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

অদ্য সন ইং ২০২৪ সালের ০৫/১২ তারিখে আমার সাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

শ্রী সুধী নাথ মাইতি
Sheristadar
Dist. Judge Court
Purba Medinipar

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল হরিপাল গ্রামের নিবাসী বিপ্লব মৈত্র পিতা- বৈদ্যনাথ মৈত্র হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ গত ইংরাজীর ১৬/৮/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৩৮৭ নং দলিলমূলে ঋতুপর্ণা দে ও রুদ্রশংকর দে এর স্বত্ব দখলীয় উক্ত সম্পত্তিটি তাহাদের দ্বারা নিযুক্ত তাহাদেরই মাতা রত্না দে কে গত ইং ২০০৫ সালে হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১২ নং ও ২৪ নং আমমোক্তার নামাপত্র দলিলমূলে এবং ২০০৬ সালে সদর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩৬ নং আমমোক্তারনামা ক্ষমতাপ্রাপ্ত এ্যাটর্নীর নিকট হইতে খরিদ করিয়া মালিকানা ও দখলীকার আছি। উক্ত আমমোক্তার নামা সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে জানাইতে পারেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
LAKSHMAN PAL
(Adv.)
Chinsurah Court
Reg No -WB-1593/2015

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল হরিপাল গ্রামের নিবাসী বিপ্লব মৈত্র পিতা- বৈদ্যনাথ মৈত্র হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ গত ইংরাজীর ১৬/৮/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৩৮৭ নং দলিলমূলে ঋতুপর্ণা দে ও রুদ্রশংকর দে এর স্বত্ব দখলীয় উক্ত সম্পত্তিটি তাহাদের দ্বারা নিযুক্ত তাহাদেরই মাতা রত্না দে কে গত ইং ২০০৫ সালে হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১২ নং ও ২৪ নং আমমোক্তার নামাপত্র দলিলমূলে এবং ২০০৬ সালে সদর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩৬ নং আমমোক্তারনামা ক্ষমতাপ্রাপ্ত এ্যাটর্নীর নিকট হইতে খরিদ করিয়া মালিকানা ও দখলীকার আছি। উক্ত আমমোক্তার নামা সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে জানাইতে পারেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
LAKSHMAN PAL
(Adv.)
Chinsurah Court
Reg No -WB-1593/2015

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শান্তি দেবী চৌধুরী পিতা ৺পাঁচু চৌধুরী, **২)সন্ধ্যা রায়, ৩)শকুন্তলা চৌধুরী** ২ ও ৩নং এর পিতা ৺লক্ষ্মীচরন চৌধুরী ১-৩নং এর সাকিম কাশ্বাড়া, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, **৪)তাপস চৌধুরী** পিতা ৺নারায়ন চৌধুরী সাকিম বেনীপুর, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, **৫)শম্পা চৌধুরী** পিতা ৺নারায়ন চৌধুরী সাকিম ৮১/৫ সি. এস. মুখার্জ্জী স্ট্রীট কোন্নগর, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৩৫, **৬)রাজকাপুর পার্শী চৌধুরী** পিতা ৺সুরোজ পার্শী চৌধুরী, **৭)বিনোদ পার্শি** পিতা রাজকাপুর পার্শি, ৬ ও ৭নং এর সাকিম ৭৪/৪১ পানপাড়া মেন রোড ব্যারাকপুর, তালপুকুর, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১২৩, দাতাগণ বিগত ইং 29/08/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-10272/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(সেখ জিয়ারুল আলি** পিতা সেখ সবুর আলি সাকিম পাঁচপোতা, কাশ্বাড়া, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিক্রয় করিতেছি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা কাশ্বাড়া, ৬২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৮৭৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৩৬৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৬ শতকের মধ্যে ০.৪৭২২ অংশে ১৭ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ান্তে ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তনের জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-সেখ জিয়ারুল আলি
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী অমল কুমার মাজী, পিতা - রামচন্দ্র মাজী, সাং - খামারপাড়া, পোঃ - বাঁশবেড়িয়া, থানা - চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন নং-৭১২৫০২। বিগত ইংরাজীর ১৮/০৫/২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পাণ্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV - 114/2015 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(কানাই বিশ্বাস,** পিতা - স্বর্গীয় শশীভূষন বিশ্বাস) সাং ১৯ নং রেলগেট চাঁপাহাটী, পোঃ-সিমলাগড়, থানা- পাণ্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২১৩৫ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি এ.ডি.এস.আর. পাণ্ডুয়া অফিসে ০৭/০৭/২০১৭ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ১৭০০/২০১৭ নং দলিল মূলে **জয়ন্ত কুমার সানা,** পিতা - সন্তোষ কুমার সানা, সাং-১৯ নং রেলগেট চাঁপাহাটী, পোঃ - সিমলাগড়, থানা- পাণ্ডুয়া,হুগলী, পিন নং- ৭১২১৩৫ মহাশয়কে কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি । **তপশীল:** জেলা- হুগলী, থানা- পাণ্ডুয়া, মৌজা- চৌবেড়া, জে.এল. নং ২১, সাবেক ৮০১ খতিয়ানে তথা হাল এল.আর. ৪৩/১ খতিয়ানে সাবেক তথা হাল ৩৬৫৯/৩৬৫৯ হাল দাগ ৩৬৫৯ শালি জমি ১৲ আনায় ১১৯ শতকের মধ্যে ২৯.৯০ শতক আমমোক্তার নামা দলিল মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **জয়ন্ত কুমার সানা,** পিতা- সন্তোষ কুমার সানা উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. পাণ্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-কানাই বিশ্বাস
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আতিয়ার রহমান ওরফে সেখ আতিয়ার রহমান পিতা মৃত আজাবার রহমান ওরফে সেখ আজাবার রহমান সাকিম কৈখালি, বিমাননগর, এয়ারপোর্ট, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০০৫২ মহাশয় বিগত ইং 09/12/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, বিধাননগর, সল্টলেক সিটি অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5119/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(সেখ মেহেবুবার রহমান** পিতা আতিয়ার রহমান ওরফে সেখ আতিয়ার রহমান সাকিম কৈখালি, বিমাননগর, এয়ারপোর্ট, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০০৫২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইং 21/06/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6656/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **তহমিনা খাতুন** স্বামী মফিদুল হক মন্ডল সাকিম মুন্দার, বাবনান, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়াকে বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা পশ্চিম নারায়নপাড়া, ৯১ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৪০ নং দাগে শালি জমি ৬২ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **তহমিনা খাতুন** স্বামী মফিদুল হক মন্ডল, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-সেখ মেহেবুবার রহমান
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী কুন্তল কুমার গোস্বামী, ২)শ্রী কৌশিক কুমার গোস্বামী উভয়ের পিতা ৺কুসুম কুমার গোস্বামী ওরফে কুসুম কুমার, উভয়ের সাকিম ১৯ শিমুল তলা ভদ্রকালী, ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৩২ মহাশয়গণ বিগত ইং 18/11/2021 তারিখে ডি.এস.আর-II, সদর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00104/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী জিৎ গোস্বামী** পিতা ৺রাজকুমার গোস্বামী সাকিম গোস্বামী মালিপাড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইং 01/10/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11700/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ সাবির আলি** পিতা সেখ আব্দুল হামিদ সাকিম চৌপালা, গোস্বামী মালিপাড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা গোস্বামী মালিপাড়া, ২৩ নং জে.এল ভুক্ত, ১)হাল এল.আর. ১৪১৬ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৯৩ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ৯২ শতকের মধ্যে ০.০৮৩৩ অংশে কমবেশী ০৭ শতক, ২)হাল এল.আর. ১৪১২ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৯৩ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ৯২ শতকের মধ্যে ০.০৮৩৩ অংশে কমবেশী ০৮ শতক তন্মধ্যে ১.১৪ শতক, ৩)হাল এল.আর. ১৪১৬ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৯০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৬৫ শতকের মধ্যে ০.০৮৩৩ অংশে কমবেশী ০৬ শতক, এবং ৪)হাল এল.আর. ১৪১২ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৯০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৬৫ শতকের মধ্যে ০.০৮৩৩ অংশে কমবেশী ০৫ শতক, একুনে মোট চারটি দফায় সর্ব মোট (৭ + ১.১৪ + ০৬ + ০৫)= ১৯.১৪ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সেখ সাবির আলি** পিতা সেখ আব্দুল হামিদ, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **শ্রী জিৎ গোস্বামী**
আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবিতা চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৩৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫০০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ওয় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনস্ক্র্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, **মেচেদা ও তমলুক,** ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৩২৭৭০৭৬৭

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ১ জানুয়ারি ২০২৫, ১৫ পৌষ, বুধবার

ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে সোচ্চার মোয়াজ্জেম থেকে পুরোহিতরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আপ সরকার এলে পুরোহিত ও গুরুদ্বারের গ্রন্থিদের আঠারো হাজার টাকার ভাতা দেওয়া হবে। সেই আঁচ এবার পড়ল বাংলাতেও। এ রাজ্যেও ভাতা বাড়ানোর দাবিতে সরব হয়েছেন ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা। অপরদিকে, নাখোদা মসজিদের ইমাম আবার তাঁদের জন্য কুড়ি হাজার টাকা ভাতা চাইলেন। এর পাশাপাশি ভাতা বাড়ুক চাইছেন পুরোহিতরাও।

ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা ইব্রাহিম সিদ্দিকি এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ‘কেজরিওয়াল ভাল কাজ করেছেন।’ একইসঙ্গে এ প্রশ্নও তুলেছেন, ‘বাংলায় এটা হবে না কেন? কারণ, এখানে পুরোহিতরা আছেন, ইমাম, মোয়াজ্জেমরা আছেন। এখানেও ভাতা বাড়ানো উচিত। আমাদের বলার আগেই তো এই ভাতা বাড়ানো উচিত ছিল।’ একইসঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন, এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে কীভাবে চলবে তা নিয়েও। তাই আমি আশা করি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোহিত ভাতা, ইমাম ভাতা, মোয়াজ্জেম ভাতা বাড়াবেন। আমি দাবি করছি এই ভাতা বাড়ানো হোক।’এর পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, ‘এখানে কেউ কোনও কথা বলছেন কি না উনি দেখছেন। চুপ করে থাকলে আর বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া না করা হয় তাহলে আর দিতে হবে না। আমরা বলব বাংলার সকল মানুষ মুখ খুলুন।’

এর পাশাপাশি নাখোদা মসজিদের ইমাম মৌলানা শফিক কাজমি বলেন, ‘আমি সরকারের কাছে আবেদন করছি ইমামদের যদি কুড়ি হাজার টাকা দেওয়া যায় তাহলে ভাল হতো। একটু ভাল সাহায্য পেত। তৃণমূল সরকার প্রতিমাসে ইমামদের তিন হাজার টাকা, মোয়াজ্জেমদের দেড় হাজার টাকা ও পুরোহিতদেরও দেড় হাজার টাকা দেয়।’ এই ভাতাই বাড়ানোর দাবি তুলে সবাইকে একাট্টা হতে বলেন ইব্রাহিম সিদ্দিকি।

পশ্চিম মেদিনীপুরের ইমাম-মোয়াজ্জেমদের মুখেও একই সুর। ইমাম শেখ সাজু বলেন, ‘নেতাজি ইন্ডোরে ডেকে আমাদের হতাশ করা হয়। হইহই ডেকে মাত্র ৫০০ টাকা ভাতা বাড়ানো হয়।’ তবে শুধু ভাতা নয়, দাবি রয়েছে আরও। ইমাম আব্দুল মুত্তালি বলেন, ‘শুনেছিলাম ইমাম-মোয়াজ্জেমদের খরচার বিষয়ও কিছু একটা দেওয়া হবে। সেটাও পাইনি। শুনেছিলাম বাড়ি দেবে। তাও দেয়নি।’ এদিকে আবার পুরোহিত দেবাশিস চক্রবর্তীর বক্তব্য, ‘দিল্লির পুরোহিত আলাদা আর বাংলার পুরোহিত আলাদা এটা নয়। সকলেই যেন এক ভাবে টাকা পায়। এখনও সকলে ভাতা পান না। যেটা আমরা পাই তাতে সংসার চলে না।’

বঙ্গে বিজেপির ক্ষমতায় আসা ‘দিবাস্বপ্ন’, রবীন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ কুণাল ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ সালে বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। বঙ্গের বিজেপি নেতারা বারংবার এটাই বলে চলেছেন। এপ্রসঙ্গে মঙ্গলবার তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, কুঁজোর শখ হয় চিৎ হয়ে শোয়ার। আর গামছার ইচ্ছে করে ধোপা বাড়ি যাওয়ার। সুতরাং বিজেপির এগুলো সব দিবাস্বপ্ন। কুণালের সংযোজন, ‘বিজেপির ক্ষমতায় আসার কথাবার্তা শুধুমাত্র হতাশ বিজেপি তাই। মানসিক বিকারগ্রস্ত বিজেপি। জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন বিজেপি। আসন কমতে থাকা বিজেপির এসব প্রলাপ।’ প্রসঙ্গত, এদিন ব্যারাকপুরে চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন তৃণমূলের মুখ পাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, সন্দেশখালিতে বিজেপি গোহারা হেরেছে। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন কমেছে। উপনির্বাচনে বিজেপি হেরেছে। তাঁর কটাক্ষ, ‘কেউ দেখে শেখে, আবার কেউ ঠেকে শেখে। সুতরাং বিরোধী দলনেতা কিংবা বিজেপি নেতারা দেখেও শিখবেন না, ঠেকেও শিখবেন না। তাহলে ওরা হেরেই যাবেন। তাছাড়া ওরা তো গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেও জেরবার।’ প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদ জানানো শিল্পীদের একাংশের বিরুদ্ধে কুৎসার অভিযোগ তুলে এবং তাদের বয়কটের দাবি করে সোমবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। এদিন ব্যারাকপুরে এসে এপ্রসঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দলের

প্রথম সারির নেতারা সকলেই আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর কথায়, আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে নাগরিকরা মিছিল করতেই পারেন। সেখানে শিল্পীরা থাকতেই পারেন। তাঁর অভিযোগ, কয়েকজন শিল্পী যারা মুখ্যমন্ত্রী এবং তাদের দলের বিরুদ্ধে কুৎসা করছেন। যারা চটিচাটা বলছেন। যারা সরকার ফেলে দেওয়ার ডাক দিয়েছেন। তাঁদের দলের তরফে আয়োজিত কোনও অনুষ্ঠানে ডাকা যাবে না, তিনি এটাই বলেছেন। প্রসঙ্গত, সোমবার সন্দেশখালিতে প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ ছিল, দুষ্টু লোকেরা ডাকলে যাবেন না। দুষ্টু লোকেদের টাকায় হাত দেবেন না। মঙ্গলবার সন্দেশখালিতে গিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পাল্টা কটাক্ষ, ‘এরাজ্যে সবচেয়ে বড় দুষ্টু লোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।’ শুভেন্দুর এহেন উক্তির জবাবে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, ‘মানসিক হতাশা ও মানসিক অবসাদ থেকে উনি এসব বলছেন। উনি ঘরে বাইরে সমস্যায় জর্জরিত। দিলীপ ঘোষ কিংবা সুকান্ত মজুমদার ওনাকে মানেন না। দিল্লিও ওনার সব কথা শুনছে না। কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্ক ওনার হাতছাড়া হয়েছে। স্বভাবতই, উনি মানসিক চাপ থেকে এসব কথা বলছেন।’ এদিন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে পাশে বসিয়ে বর্ষীয়ান আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের চেষ্টা করা হচ্ছে। সাক্ষাৎ করে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চান, যাতে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা শান্তিতে থাকতে পারেন। তিনি আশা করছেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। রবীন্দ্র বাবুর সংযোজন, বাংলাদেশে হিন্দু-সহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। মানবাধিকার রক্ষার্থে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই চিঠির উত্তর আসেনি। অপরদিকে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, বাংলাদেশ ইস্যুতে রাজ্য সরকারের কিছু করার এক্তিয়ার নেই। যা করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকেই করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার যা পদক্ষেপ নেবে, রাজ্য সরকার সেটাকে সমর্থন করবে।

বিশ্ব যোগা প্রতিযোগিতায় সোনা ও ব্রোঞ্জ পদকজয় দুই ভাইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২৮ ডিসেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের ভাইজ্যাক শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ‘ওয়ার্ল্ড যোগা কাপ’। উক্ত প্রতিযোগিতায় ১২ টি দেশের প্রতিযোগিরা অংশ নিয়েছিল। খড়দার পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নালির মাঠ এলাকার বাসিন্দা দুই ভাই সুমন্ত বিশ্বাস ও মৈনাক বিশ্বাস সেই যোগা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। ব্যারাকপুর রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র সুমন্ত বিশ্বাস প্রতিযোগিতার ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়স বিভাগে অংশ নিয়ে ব্রোঞ্জ পদক জয়লাভ করেছে। অপরদিকে, ওই স্কুলের তৃতীয় ছাত্র তাঁর ভাই মৈনাক ৮ থেকে ৯ বছর বয়স বিভাগে অংশ নিয়ে স্বর্ণ পদক ছিনিয়ে নিয়েছে। পদক জয় করে তারা সোমবার রাতে

পাতুলিয়ার নালির মাঠ এলাকায় বাড়িতে ফিরে এসেছে। মঙ্গলবার পাতুলিয়া পঞ্চায়েতের তরফে পদক জয়ী দুই ভাইকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। হাজির ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান তপতী দাস বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সদস্য মিলন বিশ্বাস। পঞ্চায়েত প্রধান তপতী দাস বিশ্বাস বলেন, পিছিয়ে পড়া নালির মাঠ এলাকার বাসিন্দা দুই ভাইয়ের পদক জয়ে তাঁরা ভীষণ গর্বিত। অপরদিকে, কৃতী সন্তানদের মা মৌমিতা বিশ্বাস বলেন, খুব কষ্টের সফর ছিল। কিন্তু ওদের সাফল্যে তিনি ভীষণ খুশি।

দুই যুবককে মারধরে ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন: মদ খাওয়ার টাকা না পেয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল দুই যুবককে। সেই ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার চার অভিযুক্ত। এখনও অধরা বেশ কয়েকজন। তাঁদের খোঁজেও তল্লাশি চলছে।

অভিযোগ, শনিবার মধ্যরাতে দমদম মধুগড়ে দুই যুবক শ্রীতম চট্টোপাধ্যায় ও সানি সিং অফিস করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেসময়ই তাঁদের রাস্তা আটকান অভিযুক্তরা। মদ খাওয়ার টাকা চাওয়া হয়। সেই টাকা দিতে না চাওয়ায় বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল দুজনকে। দক্ষিণ দমদম পুরসভার ১৩নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রবীর পালের গুণ্ডাবাহিনী এই কাজ করে বলে অভিযোগ ওঠে। রিভলবারের বাট, রড, হকিস্টিক, ইঁট দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় দুজনের। হামলার চোটে শ্রীতম চট্টোপাধ্যায়ের চোখ প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। এদিকে এই ঘটনার পর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছিল অভিযুক্তরা। নাগেরবাজার থানার পুলিশও দ্রুত ওই ঘটনার তদন্তে নামে। বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু হয়। তল্লাশির দু’দিনের মধ্যেই সৌরভ রায়-সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে নাগেরবাজার থানার পুলিশ।

চোখে গুরুতর আঘাত নিয়ে নাগেরবাজারের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন শ্রীতম। পরে তাঁকে ইএম বাইপাসের এক হাসপাতালে স্থানান্তরিত করানো হয়। তাঁর আঘাত যথেষ্ট গুরুতর বলেই জানা গিয়েছে। প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রবীর পালের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ওই ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর তন্দ্রা সরকারও ঘটনায় যথেষ্ট সরব হয়েছিলেন। এলাকায় সমাজবিরোধী দৌরাত্ম্যের কথাও স্বীকার করেন তিনি। প্রাক্তন কাউন্সিলরের মদতে এই দৌরাত্ম্য বাড়ছে। সেই অভিযোগও তোলেন তিনি।

নববর্ষে প্রচারে অভিনবত্ব লালবাজারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পথে নেমে হোক বা স্যোশাল মিডিয়ায় প্রচারের অভিনবত্বে সবসময়ই নজর কাড়ে কলকাতা পুলিশ। ফেসবুক পোস্টেও চোখে পড়ে নানা অভিনবত্ব। তারই সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এবার ২০২৪ সালের শেষদিনে পথ সুরক্ষার প্রচারেও সামনে এল এক অভিনব পোস্ট। যা নজরে এসেছে কলকাতা পুলিশের স্যোশাল মিডিয়ার পাতায়। হঠাৎ দেখে মনে হতেই পারে এ ঠিক যেন এক ‘পার্টি’র আমন্ত্রণ। একটু পড়েই হোঁচট খেতেই হবে। কারণ, এই আমন্ত্রণপত্রে আদতে দেওয়া হয়েছে এক সতর্ক বার্তা। এই বার্তার মর্ম এই যে, বর্ষবিদায়ের লগ্নে যতই পার্টি করুন, ন্যূনতম বিধিনিষেধ মানতেই হবে। নইলে হতে হবে পুলিশের ‘অতিথি’, যা মোটেই কাম্য নয় কারও কাছেই।

‘সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ’ নামে পথ নিরাপত্তায় পুলিশের যে কর্মসূচি চলে সারাবছর ধরে, তারই আওতায় এবারের বর্ষশেষের সুরক্ষার বিষয়টিকে রাখা হয়েছে। ফেসবুক পোস্টে একটি কার্ড তুলে ধরা হয়েছে। যা হঠাৎ দেখলে পার্টির আমন্ত্রণপত্র ছাড়া আর কিছু বলে মনে হচ্ছে না। তবে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, আমন্ত্রণপত্রের আড়ালে আসলে জনগণকে সাবধান করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের সেই ‘পার্টি’তে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে নিয়ম লঙ্ঘন করে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হবে। পোস্টে স্পষ্ট উল্লেখ , কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় টহল দেবে ট্রাফিক পুলিশ। বেপরোয়া গতিতে বা মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো, ট্রাফিক সিগন্যাল ভেঙে চলে যাওয়া, হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোর মতো নিয়ম ভাঙার কাজ করলেই গ্রেপ্তারি আসন্ন। অর্থাৎ, এই পার্টিতে আসলে কারও না আসাই ভালো তাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে আমন্ত্রণের শেষ ছত্রে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, প্রতি বছর বর্ষশেষ ও বর্ষবরণের এই সময়ে কলকাতার ভিড়ের কথা মাথায় রেখে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে কলকাতা পুলিশের তরফে। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। রাতের শহরে বাড়তি বাহিনী, ফ্লাইং স্কোয়াড, ওয়াচ টাওয়ার থাকবে। মোড়ে মোড়ে থাকবে টহলরত অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশও। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, রাতভর প্রায় সাড়ে ৪ হাজার পুলিশ টহল দেবেন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। যে কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি রুখতে তৎপর লালবাজার।

শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি, এখনও ভেন্টিলেশনে সুজয়কৃষ্ণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার জেল থেকে আদালতে আসার পথে আচমকা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। পরে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে কাকুকে আলিপুরের বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রের খবর, কাকুর শারীরিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। ভেন্টিলেশনেই রাখা হয়েছে কাকুকে। সেক্ষেত্রে ২ জানুয়ারির মধ্যে সুস্থ হয়ে তাঁর পক্ষে আদালতে হাজিরা দেওয়া কতটা সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে চিকিৎসকদের মধ্যেই।

এদিকে চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিমকোর্ট। কিন্তু মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ায় সোমবার ৩০ ডিসেম্বরও চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। ২ জানুয়ারি শুনানির পরবর্তী দিন ধার্য করেছে আদালত। ওই দিন চার্জগঠন হবে কি না তা নিয়ে তৈরি হয়েছে বড় প্রশ্ন। বছরের শেষ দিনেও এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে চাকরিপ্রার্থীদের অনেকের মনে। তাঁদের কথায়, ‘বছরের পর বছর আমরা রাস্তায় বসে রয়েছি। অথচ আজও বিচার শেষ হল না।’ এদিকে এ ব্যাপারে অফিসিয়ালি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। তবে ইডি সূত্রের খবর, যেহেতু মামলার যাবতীয় রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে এবং সুজয়কৃষ্ণ বাদে বাকি অভিযুক্তরা আগের দিনও আদালতে উপস্থিত ছিলেন, সেই হিসেবে সুজয়কৃষ্ণর আইনজীবী নতুন করে কোনও পিটিশন দাখিল না করলে চার্জগঠনে বিশেষ সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে আদালত সূত্রের খবর, অভিযুক্তদের উপস্থিতিতেই চার্জগঠনের প্রক্রিয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যেহেতু বারে বারে চার্জগঠনের প্রক্রিয়া পিছিয়েছে এবং সুপ্রিমকোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়সীমাও অতিক্রান্ত হচ্ছে, তাই এক্ষেত্রে চাইলে বিচারক বাড়তি পদক্ষেপ করতে পারেন।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ মোট অভিযুক্তর সংখ্যা ৫৪ জন। এদের মধ্যে মানিক ভট্টাচার্য, কুন্তল ঘোষ-সহ ৯ জন ইডির মামলা থেকে অব্যহতি চেয়ে আগেই আদালতে আবেদন জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে ওই আবেদনের শুনানিও হয়েছে। তবে রায়দান স্থগিত রয়েছে। ২ জানুয়ারি এ ব্যাপারেও আদালত সিদ্ধান্ত জানাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

তৃণমূলের ঝান্ডা ধরলে রেশন কার্ড, আধার কার্ড সব পাওয়া যায়, দাবি দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় এসে তৃণমূলের ঝান্ডা ধরলে রেশন কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সব পাওয়া যায়। মঙ্গলবার সন্ধেয় ব্যারাকপুরে দলের সদস্যতা অভিযান কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এমনটাই দাবি করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে গুন্ডারা এসে খুন করছে। সেটা মুখ্যমন্ত্রী দেখতে পারছেন না। তাঁর কটাক্ষ, যারা একটা ছোট রাজ্য সামলাতে পারে না। অথচ তাঁরা আবার কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপায়।

মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে দিলীপ ঘোষ বলেন, সাধারণ মানুষ কিংবা ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে মমতা ব্যানার্জি চিন্তিত নন। পার্টি আর নিজের ভাইপোর ভবিষ্যত নিয়ে উনি বিশেষ চিন্তিত। তাঁর

সংযোজন, যেখানে সরকারি কর্মচারীরা ডিএ পায় না। শিক্ষকরা সময়মতো বেতন পান না। এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে মেধাবী পড়ুয়ারা চাকরি যায় না। কিন্তু ইমাম ভাতা দিয়ে কি লাভ। তাঁর কটাক্ষ, ভাতা দিলে তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্ক শক্ত হবে। কিন্তু এই ধরনের পপুলার রাজনীতি করলে পশ্চিমবঙ্গ আরও রসাতলে চলে যাবে। এদিনের কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী, প্রাক্তন কাউন্সিলর মিলন আশ প্রমুখ।

পাসপোর্ট বানাতে জঙ্গিদের বড় অস্ত্র অনলাইনে বার্থ সার্টিফিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনুপ্রবেশ নিয়ে চিন্তা বাড়ার সঙ্গেই জাল পাসপোর্টের রমরমা যে বাড়বে, সেই বিষয়ে নিশ্চিত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। আর এই জাল পাসপোর্ট তৈরির অন্যতম অস্ত্র হল জাল বার্থ সার্টিফিকেট। অনলাইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এখন এই বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়। আর এখানেই প্রশ্ন উঠে গেছে, আদৌ এই অনলাইন প্রক্রিয়া নিরাপদ কি না তা নিয়ে। এদিকে গোয়েন্দা দফতরের মতে, জাল বার্থ সার্টিফিকেট তৈরির জন্য অনলাইন প্রক্রিয়াকে টার্গেট করছে সাইবার প্রতারকরা। জাল পাসপোর্ট তৈরির জন্য জাল বার্থ সার্টিফিকেট তৈরির উপর নজর প্রতারকদের। অনুপ্রবেশকারী বা জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি এই সাইবার প্রতারকদের কাজে লাগাচ্ছে অনলাইন প্রক্রিয়াকে হ্যাক করে জাল বার্থ সার্টিফিকেট তৈরির জন্য, এমনই তথ্য উঠে এসেছে খোদ বিএসএফ-এর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে।

শুধু জন্ম শংসাপত্র নয়, বাংলাদেশিরা পাসপোর্ট বানানোর জন্য ভুয়ো রেশন কার্ড, ভুয়ো আধার কার্ড, ভোটার কার্ডও বানিয়ে নিচ্ছেন, এমন অভিযোগও সামনে এসেছে। দেখা গিয়েছে, ভুয়ো ঠিকানা, সাজানো বাবার নাম ব্যবহার করে তৈরি করা হচ্ছে সব নথি। আর সেই সব নথি দিয়ে অনায়াসে তৈরি করে ফেলা যাচ্ছে পাসপোর্ট।

তেলেঙ্গাবাগানে পথ দুর্ঘটনা, আহত মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পথদুর্ঘটনা থেকে বাদ পড়ল না বছর শেষ দিনও। বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল উত্তর কলকাতার অরবিন্দ সেতুর কাছে তেলেঙ্গাগাবাগানে। রাস্তা পার হওয়ার সময় মহিলাকে ধাক্কা দিল বারাসত-হাওড়া রুটের একটি বাস। এরপর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তেলেঙ্গাবাগান। চলে বাস ভাঙচুর। স্বাভাবিকভাবে ব্যাপক যানজট তৈরি হয় বিধাননগর এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকাল ১১ টা নাগাদ তেলেঙ্গাবাগান এলাকায় বাসস্ট্যান্ডের সামনের এল ২৩৮ এর বাস রেষারেষি করছিল। সেই সময় এক মহিলা বাজার করতে যাওয়ার সময় রাস্তা পেরচ্ছিলেন। তখনই এল ২৩৮ এর বাসটি বেপরোয়া গতিতে সামনে চলে আসে। ধাক্কা মারে ওই মহিলাকে। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি রয়েছেন তিনি। এদিকে এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। উত্তেজিত জনতা বাস ভাঙচুর করেন। তাঁদের বক্তব্য, এই এলাকা এমনিতেই যানজট পূর্ণ। মাঝে মধ্যেই এমন ঘটনা লেগেই থাকে। কখনও বাস থেকে যাত্রী নামানোকে কেন্দ্র করে বচসা হয়। কখনও বা দুই বাসের রেষারেষি চলে। পুলিশ-প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলেছেন তাঁরা। এলাকার বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডে পৌঁছান ঘটনাস্থলে। তিনি বলেন, ‘ট্রাফিক নিয়ম না মেনে রাস্তা পার হলে জরিমানা করা উচিত। মানুষের মধ্যে সচেতনতা কম। শিক্ষিত লোকজনও এমন করেন।’

বছরের শুরুতেই সুখবর, নতুন লোকাল ট্রেন পাচ্ছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন বছরে বাংলার জন্য সুখবর দিল রেল। নতুন লোকাল ট্রেন পাচ্ছে রাজ্য। ১ জানুয়ারি থেকে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনের বাড়ছে গতিবেগ। লোকাল ট্রেন পাচ্ছে নদিয়া। এছাড়াও সিঙুর লোকালের যাত্রাপথ বর্ধিত করা হল।

নববর্ষের উপহার পাচ্ছেন নদিয়ার বাসিন্দারা। আগামী ১ জানুয়ারি থেকে কৃষ্ণনগর থেকে রানাঘাট নতুন লোকাল ট্রেন চালু হতে চলেচ্ছে। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে স্পেশ্যাল হিসাবে ট্রেনটি চালানো হচ্ছিল। তবে তা বিশেষ দিন উপলক্ষে। এবার এই ট্রেনটিকে নিয়মিত করে দেওয়া হল। মূলত যাত্রীদের দাবি মেনেই এই সিদ্ধান্ত। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে বিষয়টি জানালেন পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার উদয় ঝা। একইসঙ্গে, হাওড়া থেকে সিঙুর পর্যন্ত যাতায়াতকারী দু’টি লোকাল ট্রেনের যাত্রাপথ বর্ধিত করা হল। রেল সূত্রে খবর, হাওড়া থেকে ওই দু’টি লোকাল এখন থেকে আর সিঙুর পর্যন্ত যাবে না। একটি লোকাল হরিপাল পর্যন্ত এবং অন্যটি তারকেশ্বর পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। সাংবাদিক বৈঠকে ওই রেলকর্তা দাবি

করেছেন, হরিপাল এবং তারকেশ্বর শাখায় যাত্রীসংখ্যা অনেক বাড়ছে। চাহিদাও বাড়ছে।। সেকারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এছাড়াও ৪২টি গুরুত্বপূর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের মূল স্টেশন থেকে ছাড়ার সময় বদলে দেওয়া হল। এই ট্রেনগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দার্জিলিং মেল, শিয়ালদা-মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস, হাওড়া-রামপুরহাট এক্সপ্রেস, বিকানির-শিয়ালদা দুরন্ত এক্সপ্রেস, হাওড়া-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস, হাওড়া-ছত্রপতি শিবাজী মেন টার্মিনাস এক্সপ্রেস, হাওড়া-বালুরঘাট এক্সপ্রেস মত গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনগুলি আগামীকাল থেকে নতুন সময় ছাড়বে। এছাড়াও, ৭২টি এক্সপ্রেস বা দূরপাল্লার ট্রেনের গতি বাড়িয়ে দেওয়া হল। গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে এতদিন পর্যন্ত যে সময় লাগতো, তার থেকে ওই ৭২টি এক্সপ্রেস ট্রেনের ৫ মিনিট থেকে ৫৫ মিনিট সময় কম লাগবে। অর্থাৎ ঘণ্টা প্রতি গতিবেগ বাড়ল তালিকাভুক্ত ট্রেনগুলির। ৮টি লোকাল ট্রেনেরও গতিবেগ বাড়ানো হয়েছে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এতদিন পর্যন্ত যে সময় লাগতো, তার থেকে ওই লোকাল ট্রেনগুলির ৬ মিনিট থেকে ২০ মিনিট সময় কম লাগবে। এছাড়াও ৮৬টি লোকাল ট্রেন, ৪৪টি ডেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন এবং ১৪৬টি মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন নতুন নম্বর নিয়ে ১ জানুয়ারি থেকে যাতায়াত শুরু করছে।

শেষ স্পেশ্যাল মেট্রোর ভাড়া বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার থেকে দিনের শেষ স্পেশ্যাল মেট্রোর ভাড়া বাড়াচ্ছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। মাঝে কিছুদিনের জন্য এই সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছিল তারা। এবার সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করল কর্তৃপক্ষ।

রাত ১০টা ৪০ মিনিটে দমদম এবং কবি সুভাষ থেকে ছাড়ে দিনের শেষ মেট্রো। এতোদিন ভাড়াও ছিল বাকি মেট্রোগুলির মতোই। মেট্রো কর্তৃপক্ষ বার বার দাবি করেছে, আশানুরূপ যাত্রী হচ্ছে না। এই পরিষেবা চালাতে বিপুল লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে। সেই ক্ষতি পূরণ করতেই এবার ১০ টাকা করে ভাড়া বৃদ্ধি করা হল। অর্থাৎ দমদম থেকে শোভাবাজার

পর্যন্ত ১০ টাকা ভাড়া দিতে হত। এবার দিনের শেষ মেট্রোয় চড়লে যাত্রীদের এই দূরত্ব পার করতে ২০ টাকা ভাড়া দিতে হবে। ১৫, ২০ এবং ২৫ টাকা ভাড়া ক্ষেত্রেও একইভাবে বাড়নো হয়েছে ভাড়া।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য কলকাতা মেট্রো পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ব্লু লাইনে বিশেষ রাত্রিকালীন মেট্রো পরিষেবা চালাচ্ছে। সোম থেকে শুক্র রাত ১১টায় কবি সুভাষ এবং দমদম স্টেশন থেকে ছাড়ছিল শেষ মেট্রোটি। ২৫ মে থেকে চালু হওয়া বিশেষ মেট্রো যদিও বেশিরভাগ দিনই থাকে ফাঁকা। রাত করে বাড়ি ফেরা কিছু অফিসকর্মীকেই নিয়েই ছোটে ট্রেন। স্টেশনে ঢোকার অধিকাংশ গেটও থাকে বন্ধ। ফলে অনেকেই প্রবেশদ্বার খুঁজে না পেয়ে ফিরেও যান। দিন কুড়ি শেষে দেখা যাচ্ছে আপ-ডাউন মিলিয়ে দুটি মেট্রোয় দিনে গড়ে ৬০০ জন করে যাত্রী হচ্ছে। টিকিট থেকে রোজগার হচ্ছে ৬ হাজার টাকা। এবার সেই লোকসান পূরণ করতেই শেষ মেট্রোর ভাড়া বাড়াল কর্তৃপক্ষ।

সম্পাদকীয়

চড়া সুদের প্রলোভনে বিভিন্ন চিটফান্ডে টাকা রেখে, সেই অর্থ ফেরত পাননি বহু প্রান্তিক মানুষ

জমানোর মতো 'উদ্বৃত্ত' টাকা বেশির ভাগ মানুষেরই হাতে থাকে না। কিন্তু নিম্ন আয়ের মানুষ এবং যাঁদের অবসরকালীন প্রাপ্তির কোনও সুযোগ নেই, তাঁদের এ বিষয়ে প্রথম থেকেই সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধে সঠিক ভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিনিয়োগ বা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বাস হতে হবে তথ্যভিত্তিক, আবেগজনিত নয়। মানুষকে বুঝতে হবে ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিমা এবং স্বাস্থ্যবিমার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এগুলো কোনওটাই সঞ্চয়ের বিকল্প নয়। তাই ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বা বিভিন্ন বিমা কোম্পানির প্রতিনিধিদের কথা শুনে বেশির ভাগ অর্থ বা সামগ্রিক অর্থ বিমাতে বিনিয়োগ করা সুবিবেচনার কাজ নয়। আবার মেয়াদি আমানতে আজ ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসে টাকা রেখে যে সুদ পাওয়া যাচ্ছে, পাঁচ বছর বাদে হয় সেই সুদ অপরিবর্তিত থাকবে, নয়তো আরও কমবে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে দ্বিতীয়টির সম্ভাবনাই বেশি। তা ছাড়া অর্থনীতির নিয়মে মূল টাকারও অবমূল্যায়ন ঘটবে কিছু কাল পরে। এই সমস্ত কারণে চড়া সুদের প্রলোভনে বিভিন্ন চিটফান্ডে টাকা রেখে, সেই অর্থ আর ফেরত পাননি অসংখ্য প্রান্তিক মানুষ। সতর্কবাণী হিসেবে বাজারগত ঝুঁকির কথা উল্লেখ করা হলেও, মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ কিন্তু বর্তমানে অনেকটাই নিরাপদ, কারণ এই সমস্ত ফান্ড পরিচালিত হয় পেশাদার ফান্ড ম্যানেজারদের দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সিস্টেমেটিক উইথড্রয়াল প্ল্যান বা সংক্ষেপে এসডব্লিউপি বলে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ডের একটা প্রকল্প আছে, যেখানে এককালীন টাকা বিনিয়োগ করলে, প্রতি মাসে ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের তুলনায় যেমন বেশি সুদ পাওয়া যায়, তেমনই মূল টাকাও নিয়মিত ভাবে বাজার অনুযায়ী বাড়তে থাকে, যা ভবিষ্যতের জন্য অতি আবশ্যক। এ ছাড়াও প্রয়োজনমতো যে কোনও সময়েই এই টাকা আংশিক বা পুরোটাই তুলে নেওয়ার সুযোগ আছে। সঞ্চিত অর্থের একাংশ এই ক্ষেত্রে অতি সামান্য ঝুঁকিতে এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। সুতরাং মানুষকে ওয়াকিবহাল করে যথাযথ ভাবে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য, সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের নিখরচায় বিনিয়োগ সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজন করা যেমন জরুরি, তেমনই আর্থিক বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এই ধরনের প্রবন্ধ আরও বিস্তৃত ভাবে প্রকাশের প্রয়োজন।

শব্দবাণ-১৪৯

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সকালবেলার হালকা খাবার ৪. বাজার ৫. পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন চালবিশেষ ৭. যুদ্ধ, সংগ্রাম ৯. বদান্যতা, অনুগ্রহ ১১. রাজপুত্র।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অভদ্র লোক ২. অবস্থা, দশা ৩. তালিম ৬. মাতাল, মত্ত ৮. নীলপদ্ম ১০. দুর্ঘটনা।

সমাধান: শব্দবাণ-১৪৮

পাশাপাশি: ১. নিয়মতন্ত্র ৩. আতশ ৫. বড়াই ৭. রজক ৮. নকল ১০. খাতিরজমা।

উপর-নীচ: ১. নিষ্ণাত ২. তন্নিবন্ধন ৩. আসর ৪. শম্বুকগতি ৬. ইগল ৯. কদমা।

জন্মদিন

আজকের দিন

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

১৮৯৪ *বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মদিন।*
১৯৫১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা নানা পাটেকারের জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার জন্মদিন।*

'কল্পতরু' হয়ে রামকৃষ্ণ কী দিতে চেয়েছিলেন

শান্তনু রায়

ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের এক বিবরন থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৮৭৫ এর ১৫ই মার্চ যখন বেলঘড়িয়ার এক বাগানবাড়িতে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে এগার বছর পর রামকৃষ্ণের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ ঘটছে তখনও অতি সাধারণ বেশভূষায় রামকৃষ্ণের চালচলন ও কথাবার্তায় প্রাথমিকভাবে তাঁদের মনে কোন রেখাপাত করেনি কিন্তু যখন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রামকৃষ্ণ কথা আরম্ভ করলেন তখন সকলেই অনুধাবন করতে পারলেন যে 'তিনি সাধারণ কেউ নন'।

কল্পতরু অথবা কল্পবৃক্ষ হল পুরাণ অনুযায়ী এক ইচ্ছাপুরণকারী ঐশ্বরিক গাছ। ইন্দ্রের দেবলোকে পাঁচটি কল্পতরু বা ইচ্ছাপুরণ গাছ ,কল্পতরু পারিজাত মান্দানম সন্তানম এবং হরিচন্দম ছিল বলে কথিত আছে। আধ্যাত্মিক জগতের বিস্ময়কর পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যরা বিশ্বাস করেন যে ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু অবতার রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৩৭ বছর আগের ইংরেজী বছর আরম্ভের সেই শুভ দিনটিতে রামকৃষ্ণ তাঁর অনুগামীদের সকল ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন বলে জানা যায়।তবে ভক্তদের আশীর্বাদ করে তিনি এও বলেছিলেন— তোমাদের চৈতন্য হোক। গীতায় যে বলা হয়েছে, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'-সেই ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ীই যেন যখন মানুষের আত্মিক উন্নয়ন ও উত্তরণের চরম বাধা উপস্থিত হয় তখন লোকশিক্ষার জন্য ভগবানই অবতাররূপে আবির্ভূত হন। সময়ের দাবিতে এক সময় ধর্মসংস্কারের মাধ্যমে সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষায় ভগবানের যেমন আগমন ঘটেছিল শ্রীচৈতন্যরূপে অনুরূপভাবে আঠারো শতকের শেষার্ধে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হওয়ায় ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের সাথে সাথে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রাবল্যের কারণে উনিশ শতকের প্রথম পাদে যখন উচ্চবর্ণের উচ্চশিক্ষিত হিন্দুদের একাংশের সনাতন হিন্দুধর্মে আস্থাহীনতা আবার একাংশের নাস্তিকতার আবহে সমাজ দিশাহীন তখন সঠিক পথ নির্দেশ দিতেই যেন আবির্ভাব শ্রীরামকৃষ্ণের; আর্নল্ড টয়েনবীর ভাষায়-'দেশের ও যুগের প্রয়োজনেই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব ১৮৩৬ এ হুগলি জেলার কামারপুকুরে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রমণি দেবীর চতুর্থ সন্তান গদাধর হিসেবে।

প্রথাগত শিক্ষার ডিগ্রির অধিকারী না হয়েও দক্ষিনেশ্বর এক সাধারণ পূজারী এই ব্রাহ্মণের সর্বধর্ম সমন্বয়কল্পে আপাত সহজ সরল ভাষ্যে প্রতীত উচ্চারণ 'যত মত তত পথ' তৎকালীন সমাজের 'উচ্চশিক্ষিত'দেরও আপ্লুত ও গভীরভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল-তাই সমগ্র ভারতবর্ষ সেদিন আত্মিক দিশায় আশ্রয় নিয়েছিল-প্রণত হয়েছিল সেই ভাবগ্রাহীর চরণতলে। তাঁর সে অমোঘ বাণী হয়ত পথ দেখিয়েছিল সমগ্র বিশ্বকেও। ইতিহাসের যাত্রাপথের সে সময়কাল ১৮৭২। যদিও দক্ষিনেশ্বরে ভবতারিনী মন্দিরে পূজারী হিসেবে নিযুক্ত রামকৃষ্ণকে প্রথমদিকে অনেকেই তেমন গুরুত্ব দেননি-উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি তাঁর সাধনমার্গের তাৎপর্য। ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের এক বিবরন থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৮৭৫ এর ১৫ই মার্চ যখন বেলঘড়িয়ার এক বাগানবাড়িতে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে এগার বছর পর রামকৃষ্ণের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ ঘটছে তখনও অতি সাধারণ বেশভূষায় রামকৃষ্ণের চালচলন ও কথাবার্তায় প্রাথমিকভাবে তাঁদের মনে কোন রেখাপাত করেনি কিন্তু যখন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রামকৃষ্ণ কথা আরম্ভ করলেন তখন সকলেই অনুধাবন করতে পারলেন যে 'তিনি সাধারণ কেউ নন'। ওই সাক্ষাতের দিন কয়েক পরে ২৮শে মার্চ 'দ্য ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় 'জনৈক হিন্দু সন্ন্যাসী' (এ্যা হিন্দু সেইন্ট) শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবশালী নেতা কেশবচন্দ্র সেন প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য জগত সমক্ষে তুলে ধরলেন। কিন্তু সারাজীবন লোকশিক্ষার জন্য কথামৃত অকাতর বিতরণ ও অলৌকিক বিভিন্ন ঘটনায় চমৎকৃত বিমুগ্ধ ও ভক্তি করে শেষজীবনে গলায় দুরারোগ্য কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শেষের কয়েকমাস খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। সেজন্য তাঁকে দক্ষিনেশ্বর থেকে এনে প্রথমে বাগবাজারে ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে পরে শ্যামপুকুর ও সর্বশষে কাশীপুর উদানবাটীতে রেখে সব রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ পয়লা জানুয়ারী একটু সুস্থ বোধ করায় রামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানবাড়ির বাগানে হাঁটতে বেড়িয়েছিলেন। সে সময় সঙ্গে থাকা গিরিশ ঘোষকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন-তোমার কী মনে হয় আমি কে? গিরিশ ঘোষ উত্তরে বললেন যে তাঁর বিশ্বাস যে রামকৃষ্ণ পরমহংস মানবকল্যাণের জন্য মর্ত্যে অবতীর্ণ ঈশ্বরের অবতার। রামকৃষ্ণ বললেন-আমি আর কী বলব— তোমাদের চৈতন্য হোক। এই বলে তিনি সমাধিস্থ হয়ে উপস্থিত তাঁর প্রত্যেক শিষ্যকে স্পর্শ করেন। তাঁর সেই অদ্ভুত ঐশ্বরিক স্পর্শে সেদিন প্রত্যেকের এক আধ্যাত্মিক অনুভুতি হয়েছিল। অন্যতম শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত ঘটনাটির ব্যাখ্যায় বলেছিলেন সেইদিন রামকৃষ্ণ হিন্দু পুরাণে বর্ণিত কল্পতরুতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনিই দিনটির নামকরণ করেছিলেন কল্পতরু দিবস হিসেবে।সেই থেকে এই দিন রামকৃষ্ণ অনুগামীরা এই দিনটিতে ঠাকুরের বিশেষ উৎসব কল্পতরু হিসেবে গুরুত্ব সহকারে উদযাপন করে আসছেন। সাধারণ মানুষেরও বিশ্বাস এই দিনটিতে ঠাকুরের পুজা অর্চনার মাধ্যমে সমস্ত দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। সেই আকুতিতেই এদিন দক্ষিনেশ্বর বেলুড়মঠ এবং কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ভক্তবৃন্দের এত সমাগম ঘটে প্রতিবছর। এই উৎসব হচ্ছে ইচ্ছে পূরণের উৎসব। এর মাত্র কয়েকমাস পরে ১৮৮৬সালের ১৬ই আগস্ট মহা প্রয়াণ ঘটেছিল এই মহাপ্রাণের এই একই আবাসে যেখানে বছরের প্রথম দিবসে তিনি দেবত্ব অর্জন করেছিলেন। ১৮৮৬র ১লা জানুয়ারীর উল্লেখ করে স্বামী অভেদানন্দ লিখছেন — দিনটি আমাদের সকলের পক্ষে পবিত্র দিন। এদিন আমাদের গুরু কল্পতরু হয়েছিলেন কাশীপুর বাগানবাড়িতে।

প্রসঙ্গত রামকৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবিত ইওরোপীয়দের মধ্যে স্কটিশ চার্চ কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মনস্বী অধ্যাপক উইলিয়ম হেস্টি'র উপলব্ধি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শোনা যায় ক্লাসে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর 'এক্সকারশন' কবিতা পড়াতে গিয়ে 'ট্রান্স' (সমাধি) শব্দটি ব্যাখ্যা করার সময় তিনি ছাত্রদের নাকি বলেছিলেন যে তারা যদি এর সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে চায় তবে তাদেরকে যেতে হবে দক্ষিনেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। ১৮৫৫ থেকে ১৮৭২ এই সতেরো বছর রামকৃষ্ণের কঠোর কৃচ্ছসাধন ও বিভিন্ন ধর্মপ্রণালীর অধ্যয়ন ও সাধনার যুগ । এই সময়কালে তিনি যেমন ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবীর কাছে তন্ত্রসাধনা ও দ্বৈতিক সন্ন্যাসী তোতাপুরীর কাছে বেদান্ত সাধনা করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন তেমনই সুফী মুসলমান গোবিন্দ রায় (ওয়াজেদ আলীখাঁ)এর কাছে ইসলাম ধর্ম এবং বাইবেল পাঠ করে খ্রীষ্টধর্ম চর্চা ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। এভাবে ধর্মীয় সাধনায় পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করে তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ১৮৭২ নাগাদ ঘোষণা করলেন — যত মত তত পথ। আজ চারদিকে কার্যকারণহীন অসহিষ্ণুতা সংঘাতের আবহ। অথচ দেড়শতাধিক বছর আগে শ্রীরামকৃষ্ণের এ বক্তব্যে যেন এ দেশের ধর্মচেতনার এই বহুত্ববাদ রূপই — সহনশীলতার মর্মবানী সারাবিশ্বে ধ্বনিত হয়েছে। ১৯৩৭ এর ৮ই মার্চ কোলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্মস্মমেলনে পৌরহিত্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — আমি পরমহংস দেবকে শ্রদ্ধা করি তার কারন ধর্মীয় শুষ্ক নাস্তিকতার যুগে আমাদের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের সত্য তিনি স্বীয় উপলব্ধির দ্বারা প্রমাণ করলেন ,তার কারণ তাঁর আত্মার বিশালত্ব আপাতবিরোধী সাধনপ্রণালীগুলিকে ধারণ করতে পেরেছিল।

অনেকের মতে ইতিহাসের সাক্ষ্যও এই যে নিসন্দেহে হিন্দু ধর্ম তুলনামূলকভাবে অনেক কম রেজিমেন্টেড। সেজন্যই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের এক অতি সাধারন (?) পূজারী ব্রাহ্মনও বিশ্বমানবতাবাদে নিজের বিশ্বাস সহজসরল ভাষায় দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করতে পারেন এই বলে যে ,যতমত ততপথ। এভাবেই নতুন কোন ধর্মের প্রবর্তন না করে ভারতের সনাতন ধর্মকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে আধুনিক আগ্রাসী সভ্যতার হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে। কোন বিরোধ,বিদ্বেষ নয় কোন ঘৃণা সংঘাত বিতর্ক নয় — ধ্বংস নয়, শক্তির উদ্বোধন কেবল প্রেম ও ত্যাগের মন্ত্রে।

প্রসঙ্গত প্রাচ্যের এই পরমপুরুষের আধ্যাত্মিক সাধনা ও অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভূতির জ্ঞাপনে যেন ভারতের চিরন্তন বাণীই অনুরনিত হয়েছ আবিশ্বে যা সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছে প্রতীচ্যের বিশিষ্ট মনীষারও। অনেকে মনে করেন শ্রীরামকৃষ্ণই ভারতীয় ধর্মসাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁকে বাঙালি রেনেসাঁর অন্যতম প্রধান অবদানকারী হিসেবেও গণ্য করা হয়। ভারতের শ্রেষ্ঠ মনিষীরা ছাড়াও রামকৃষ্ণকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন মাক্সমুলার থেকে আরম্ভ করে, রোমাঁ রোলাঁ, ইশারউড, তলস্তয় প্রমুখ বিদেশি পণ্ডিতজনেরাও — এমনকী কমিউনিস্ট চিন ও সোভিয়েত রাশিয়ায়ও তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের প্রগতিবাদী মুক্তিকামী ত্যাগ-তিতিক্ষা ও জনকল্যান অভিমুখী দর্শন মনোযোগ আকর্ষন করতে সমর্থ হয়েছে মার্কসবাদের অনুগামীদেরও। তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি রবীন্দ্রনাথ নিবেদিত শ্রদ্ধাঞ্জলিতে রামকৃষ্ণের ধর্মচেতনার বহুত্ত্ববাদ রূপেরই এক অনুধ্যান যেন রূপ লাভ করল অর্থবহ পংক্তিগুলিতে এভাবে —

'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা;/ ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।।/তোমার জীবনের লীলাপথে; /নতুন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।।' পরিশেষে, সেই মহাসাধক চেয়েছিলেন আমাদের চৈতন্য হোক। তাঁর সে বাণীর আত্মোপলব্ধিতে আমাদের অন্তর আলোকিত হোক আজকের এ পুণ্য দিবসে।

নববর্ষের শপথ

রথীন কুমার চন্দ

নববর্ষের শপথ হতে হবে সহজ, সহজ এবং সমাজে সমস্যা বা সমস্যা মোকাবেলার জন্য সংগ্রামরত প্রত্যেকের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। বছরের শপথ হওয়া উচিত দূষণ মুক্ত বায়ু, জল এবং জমি যেখান থেকে আমরা শ্বাস নেওয়ার জন্য তাজা বাতাস পাই, যে জল এবং জমিতে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি তার উপর আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন করা, খাওয়া বা খাওয়ানোর জন্য ফসল কাটা, ঘর-জটিলগুলির জন্য কাঠামো তৈরি করা। - বসবাসের জন্য বহুতল ভবন এবং বাঁধ, জল সঞ্চয় করার জন্য সেতু নির্মাণ, যেখানে আগের বছর উত্তরাখণ্ড, ভারত ও চীনে বন্যার কারণে আমাদের সভ্যতাকে বিপন্ন করে না।

এই ভয়াবহ বন্যায় মানুষের প্রাণহানি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। যোগাযোগের জন্য কানেক্টিভিটি, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দূরত্ব কমানো সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে।

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে বাঁধগুলি যেন নদীর প্রাকৃতিক প্রবাহে বাধা না দেয় যেখান থেকে বন্যা হতে পারে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রশ্ন ওঠে, যা থেকে আমরা আমাদের সভ্যতাকে বিপন্ন করি। আমাদেরও উচিত শিল্পাঞ্চল থেকে সৃষ্ট পানি দূষণের দিকে খেয়াল রাখা যেখান থেকে নদীর তীরে বিভিন্ন রাসায়নিক ও গরম পানি নিক্ষেপ করে সামুদ্রিক জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে, অর্থাৎ বিভিন্ন ঋতুর মাছ পানিতে এবং প্রজনন মৌসুমে ঘাটতিতে ভোগে।

এছাড়াও নদী, পুকুরের পানিতে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক ও আবর্জনা ফেলা হয় যা পানি দূষণের কারণ এবং উৎসবের মরসুমে এবং দৈনন্দিন জীবনে তা সংযত করা উচিত।

প্রবীণ নাগরিকদের প্রতিটি দুষ্কৃতিমূলক কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করতে হবে এবং একটি সুস্থ নিরাপদ জীবন প্রদান করতে হবে যা তারা আমাদের সমাজ থেকে প্রাপ্য এবং যা তারা তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধনী ও শক্তিশালী রাখার জন্য তাদের চাকরি জীবনে অফার করেছে।

শৈশব শিক্ষা ও সুশৃঙ্খল জীবনের জন্য তাদের যথাযথ পুষ্টি প্রদানের জন্য সমাজ ও বিশ্ব থেকে শিশুশ্রম বিলুপ্ত করতে হবে। তাদের এমন কোনো শ্রমিকের কাজে জড়িত হওয়া উচিত নয় যেখান থেকে তারা তাদের স্কুল শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিও একটি নতুন বছরের রেজোলিউশন হওয়া উচিত যা অনুসরণ করা হয় না, তৈরি করা হয় না এবং বৃহৎ মানব সম্পদের জন্য অব্যাহত থাকে যা দিন দিন বিকাশ লাভ করছে। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক পতন মোকাবেলায় বিশ্বের প্রতিটি সরকারই কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্ষিপ্ত করে।

মানবজাতির কল্যাণে সমাজ থেকে সকল প্রকার অপরাধ নির্মূল, নির্মূল ও মুক্ত করতে হবে। বিশ্ব থেকে সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে হবে যার জন্য অর্থনীতির উন্নয়ন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। সাংবাদিক হত্যা বন্ধ করতে হবে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, পাকিস্তান ও ওপেক দেশগুলো। সাংবাদিকরা গণতন্ত্রের চতুর্থ প্রাচীরের প্রতিনিধি, সমাজের দর্পণ এবং এই জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অপরাধ বন্ধ করতে হবে, যাচাই-বাছাই করতে হবে এবং এ ইস্যুতে পূর্ণ বিরতি দিতে হবে।

ভাতা বাড়ানোর দাবিতে সরব ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এ রাজ্যের ভাতা বাড়ানোর দাবি করা হয়েছে। সরব হয়েছেন ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা। অপরদিকে, নাখোদা মসজিদের ইমাম আবার তাঁদের জন্য কুড়ি হাজার টাকা ভাতা চাইলেন। ভাতা বাড়ুক চাইছেন পুরোহিতরাও।

ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ইব্রাহিম সিদ্দিকি বলেন, 'কেজরিওয়াল ভাল কাজ করেছেন। বাংলায় এটা হবে না কেন? এখানে পুরোহিতরা আছেন, ইমাম, মোয়াজ্জেমরা আছেন। এখানেও ভাতা বাড়ানো উচিত। আমি বলার আগেই তো এই ভাতা বাড়ানো উচিত ছিল। এখন এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে কী ভাবে চলবে? তাই আমি আশা করি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোহিত ভাতা, ইমাম ভাতা, মোয়াজ্জেম ভাতা বাড়াবেন। আমি দাবি করছি এই ভাতা বাড়ানো হোক।'

তিনি আরও বলেন, 'এখানে কেউ কোনও কথা বলছেন কি না উনি দেখছেন। চুপ করে থাকলে আর বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া না করা হয় তা হলে আর দিতে হবে না। আমরা বলব বাংলার সকল মানুষ মুখ খুলুন।' অপরদিকে নাখোদা মসজিদের ইমাম মৌলানা শফিক কাজমি বলেন, 'আমি সরকারের কাছে আবেদন করছি ইমামদের যদি কুড়ি হাজার টাকা দেওয়া যায় তা হলে ভালো হত। একটু ভাল সাহায্য পেত।'

তৃণমূল সরকার প্রতিমাসে ইমামদের তিন হাজার টাকা, মোয়াজ্জেমদের দেড় হাজার টাকা ও পুরোহিতদেরও দেড় হাজার টাকা দেয়। এই ভাতাই বাড়ানোর দাবি তুলে সবাইকে একজোট হতে বলেছেন ইব্রাহিম সিদ্দিকি। পশ্চিম মেদিনীপুরের ইমাম-মোয়াজ্জেমদের মুখেও একই সুর। ইমাম বলেন, 'নেতাজি ইন্ডোরে ডেকে আমাদের হতাশ করা হয়। হইহই ডেকে মাত্র ৫০০ টাকা ভাতা বাড়ানো হয়।' তবে শুধু ভাতা নয়, দাবি রয়েছে আরও। এক ইমাম বলেন, 'শুনেছিলাম ইমাম-মোয়াজ্জেমদের খরচার বিষয়ও কিছু একটা দেওয়া হবে। সেটাও পাইনি। শুনেছিলাম বাড়ি দেবে। তাও দেয়নি।'

এক পুরোহিত বলেন, 'দিল্লির পুরোহিতরা আলাদা আর বাংলার পুরোহিতরা আলাদা এটা নয়। সকলেই যেন এক ভাবে টাকা পায়। এখনও সকলে ভাতা পান না। যেটা আমরা পাই তাতে সংসার চলে না।'

'সিঙ্গুর আন্দোলন লোকাল' তোলার প্রতিবাদে তুমুল ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: বন্ধ হয়ে যাচ্ছে 'সিঙ্গুর আন্দোলন লোকাল'। প্রায় ১৫ বছর ধরে চলছে এই ট্রেন। হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে তুমুল প্রতিবাদ। পথে নেমেছেন যাত্রী তথা সিঙ্গুরের বাসিন্দারা। বিক্ষোভ শুরু হয়েছে সিঙ্গুর রেল স্টেশনে। বুধবার বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

সিঙ্গুর কৃষিজমি আন্দোলনকে স্মরণীয় রাখার জন্য চালু হয়েছিল 'সিঙ্গুর আন্দোলন লোকাল ট্রেন'। সিঙ্গুর স্টেশন থেকে সকাল ৮টা ১২ মিনিটে ছাড়ে ওই ট্রেন। ২০০৯ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন এই লোকাল ট্রেন চালু করেছিলেন। ২০২৫-এর ১ জানুয়ারি থেকে এই ট্রেন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। তারই প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকালে সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্নার নেতৃত্বে সিঙ্গুর স্টেশনে একটি প্রতিবাদ সভা করেন।

মন্ত্রীর দাবি, রেলের এই হঠকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বুধবার দলমত নির্বিশেষে ট্রেনের যাত্রীদের নিয়ে সকালে হাওড়া থেকে ছেড়ে আসা তারকেশ্বর লোকাল ট্রেন আটকে দেওয়া হবে। 'সিঙ্গুর আন্দোলন লোকাল' তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে তৃণমূলের বিক্ষোভকে কটাক্ষ করেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির বক্তব্য, 'সিঙ্গুর আন্দোলনকে হাতিয়ার করে তৃণমূলের নেতানেত্রীরা রাজভোগ খাচ্ছে, কৃষকদের কথা ভাবছে কোথায়?' বিজেপির কনভেনার মধুসূদন দাসের দাবি, এই রাজ্যে সবথেকে বড় আন্দোলন হয়েছে আর জি করের ঘটনা নিয়ে। তিনি বলেন, 'রেলকে বলব আরজি কর আন্দোলনের জন্য প্রতিটি শাখায় একটি করে ট্রেন বাড়ানো উচিত তিলোত্তমার নামে।'

ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: জমজমাট ফুটবল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল নয়াগ্রামের হাতিটোপ মাঠে। হাতিটোপ আদিবাসী রিলামালা ক্লাব ও পাঠাগারের উদ্যোগে নয়াগ্রামের বড়নিগুই গ্রাম পঞ্চায়েতে হাতিটোপ মাঠে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। দু'দিন ব্যাপী আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু, বড়নিগুই গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধান সুনীল হাঁসদা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবীরা। এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে এলাকার মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফুটবল প্রেমী মানুষরা মাঠে চারপাশে হাজির হয়েছেন।

এবিষয়ে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এই ফুটবল টুর্নামেন্ট সোমবার থেকে শুরু হয়ে মঙ্গলবার ফাইনাল খেলার মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্ট সম্পন্ন হয়। ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করে এই ফুটবল টুর্নামেন্টে। জয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু, বড়নিগুই গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধান সুনীল হাঁসদা সহ অন্যান্যরা। এদিন ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রথম স্থান অধিকার করে কাদোকোঁঠা ফুটবল টিম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ছোট তালপাদা ফুটবল টিম।

ফের চুরি দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকে, মন্দিরের দান বাক্স নিয়ে চম্পট

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: আবার চুরির ঘটনা দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের ইছাপুরে। এবার মন্দিরের দরজার তালা ভেঙ্গে দান বাক্স নিয়ে পালালো দুষ্কৃতীরা। দুর্গাপুর ফরিদপুর থানার ইচ্ছাপুর গ্রামের গঙ্গা মন্দিরের ঘটনা। চুরির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ,এলাকায় চাঞ্চল্য। উল্লেখ্য, দুর্গাপুর ফরিদপুর (লাউদোহা) থানার ইচ্ছাপুর গ্রামে চুরির ঘটনায় ছড়ালো চঞ্চল্য। চুরি হয়েছে এলাকার প্রাচীন গঙ্গা মন্দিরে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে । স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম দাস জানান মন্দিরের সদর দরজার তালা ভেঙে দুষ্কৃতীরা ভিতরে ঢোকে। ভেতরে রাখা ছিল প্রণামীর দান বাক্স। সেটি নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। তবে দান বাক্সে ঠিক কত টাকা ছিল তা জানা যায়নি। স্থানীয়রা জানান বছরে একবার দান বাক্স খোলা হয় গঙ্গা পূজোর সময়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দুর্গাপুর ফরিদপুর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম দাসের অভিযোগ সাম্প্রতিক কালে এলাকায় চুরির ঘটনা বেড়েছে। পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর প্রয়োজনেতা রয়েছে বলে জানান তিনি ।

আত্মঘাতী বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পান খাওয়ার জন্য তামাক না পেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক বৃদ্ধা। মৃতার নাম লক্ষীরানী দেবনাথ (৬৫)। তাঁর বাড়ি কালনা থানার অন্তর্গত নান্দাই আসাননগরে। মৃতার ছেলে শংকর দেবনাথ জানিয়েছেন, ডাক্তারবাবুর পরামর্শে মায়ের পানের সঙ্গে তামাক খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। পান খাওয়ার সময় কেন তাঁকে তামাক দেওয়া হচ্ছে না। সেই নিয়ে শুরু করে অশান্তি। তারপরেই সোমবার রাতে বাথরুমে গিয়ে হারপিক খেয়ে ফেলেন। রাত প্রায় বারোটা নাগাদ কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় মঙ্গলবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতদেহের ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বিকল্প চাষে কৃষকদের উৎসাহিত একাধিক পদক্ষেপ কৃষি দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান। ধান এবং আলু এখানকার মূল অর্থকরী ফসল। কিন্তু সেই অর্থকরী ফসল চাষ করতে গিয়ে বারবার নানান রকম সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষকদের। দক্ষিণ দামোদর এলাকা জুড়ে নানান প্রজাতির ধানের চাষ হয়। খাস ধানের চাষ এই এলাকার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

প্রত্যেকবার ধান চাষ করতে গিয়ে বা আলু চাষ করতে গিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে যেমন পড়তে হয়, তার পাশাপাশি অন্যান্য নানান প্রতিকূলতা রয়েছে। ফসল উৎপাদনের খরচ দিন দিন বাড়ছে। রয়েছে শ্রমিকের সমস্যা। খরচের অনুপাতে উৎপাদিত ফসলের দাম পান না কৃষকরা বলে অভিযোগ। আর তার ফলেই কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিকল্প চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কৃষি দপ্তর।

বছরের শেষ দিনে পূর্ব বর্ধমানের খন্ডঘোষের আমরাল দিঘিরপাড় এলাকায় কৃষকদের নিয়ে আয়োজন করা হল এক দিবসীয় কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরের। সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা যেমন উপস্থিত ছিলেন, ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কৃষকরাও এসে উপস্থিত হন। উৎপাদন খরচ কী ভাবে কমানো যায়, অল্প জল ব্যবহার করে চাষ এবং বিকল্প চাষ করতে গেলে কোন কোন চাষ চাষিরা করতে পারেন সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে মতবিনিময় হয় এদিনের এই বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে। ভুট্টা চাষ সহ অন্যান্য নানান ফসলের চাষের কথা আলোচনা করা হয়। ধান বা আলু চাষের বিকল্প হিসেবে অন্যান্য চাষেও যাতে চাষিরা উৎসাহিত হন তার জন্যই এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন।স্বল্প ব্যয় করে কৃষকরা যাতে উৎপাদিত ফসল বেশি দামে বিক্রি করতে পারেন সেই বিষয়েই নজর দেওয়ার জন্যই কৃষকদের উৎসাহিত করা বলে কৃষি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

পুলিশের তরফে আয়েজিত ম্যারাথন দৌড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হল ম্যারাথন দৌড়। 'রান ফর অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড রোড সেফটি'-র জন্য ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়। মঙ্গলবার সকলে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট স্টেডিয়াম চত্বরে সবুজ পতাকা নাড়িয়ে ও এয়ারগান ফাটিয়ে এই ম্যারাথন দৌড়ের শুভ সূচনা করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা এবং জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল।

এছাড়াও ম্যারাথন দৌড় উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মন্ডল, অতিরিক্ত জেলাশাসক হারিস রশিদ সহ অন্যান্য পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। শুধুমাত্র পুরুষ নয়, মহিলারাও এই দৌড়ে অংশ নেয়। সব মিলিয়ে প্রায় ২৫০০ পুরুষ ও মহিলা এই ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নেয়। বালুরঘাট স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয় এই ম্যারাথন দৌড়। প্রায় ১০ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় শেষে জেলা পুলিশের তরফে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের তরফে।

এ বিষয়ে জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের তরফে প্রায় প্রতিবছরই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এটি খুব ভালো উদ্যোগ। প্রতিবছরই অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা আগে তুলনায় বাড়ছে। যুব সমাজকে খেলার প্রতি আগ্রহী করতে এবং শরীরকে শক্তিশালী ও সুস্থ রাখতে এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। জেলা ও রাজ্যের বাইরেও অনেক প্রতিযোগী এখানে অংশ নিয়েছেন।

এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত তিন বছর ধরে আমরা এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। এ বছর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। সুষ্ঠুভাবে ম্যারাথন দৌড় সম্পন্ন করবার জন্য বিভিন্ন পয়েন্টে প্রচুর পুলিশ তদারকির জন্য রয়েছে, জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা রয়েছেন।'

চকবিহারী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি. নং -৬৪৭ (এন), তাং-০৫-০৫-১৯২০
গ্রাম-চকবিহারী,পো:-নতিপোতা, ব্লক-তেহট্ট ২নং,থানা-পলাশীপাড়া, জেলা-নদীয়া
স্মারক নং-০১/CHAK /এ.আর.ও তারিখ-৩১-১২-২০২৪
সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের জন্য
খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Electoral Roll) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা চকবিহারী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে সমিতির আসন্ন পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors) নির্বাচনের উদ্দ্যেশ্যে অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে খসড়া নির্বাচক তালিকা (সমিতির জীবিত ও মৃত সদস্য/সদস্যাদের নিয়ে তৈরি) অদ্য ইংরেজি ৩১-১২-২০২৪ তারিখে সংযোজিত হয়ে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হল যা অত্র বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হবে। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্য/সদস্যার কোনও বক্তব্য থাকলে তা লিখিত ভাবে আগামী ইং ০৬-০১-২০২৫ ও ০৭-০১-২০২৫ তারিখে সমিতির অফিসে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে জমা দিতে পারবেন। উক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং-০৯-০১-২০২৫ তারিখে বেলা ১২ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা সমিতির কার্যালয়ে শুনানি হবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদনকারীকে তার বক্তব্যের সপক্ষে লিখিত/মুদ্রিত প্রমানাদি দাখিল করতে হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Electoral roll) আগামী ইং-০৯-০১-২০২৫ তারিখে বেলা তিন (৩) টের পরে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।
বিদ্র: অনিবার্য কারণবশতঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
চকবিহারী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি :

নওদাপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি. নং -৫২ (এন), তাং-২৮-০৩-১৯৬০
গ্রাম-নওদাপাড়া,পো:-তেহট্ট, ব্লক- তেহট্ট ১ নং, থানা- তেহট্ট, জেলা-নদিয়া
স্মারক নং-০১ /NOWD/ এ.আর.ও তারিখ-৩১-১২-২০২৪
সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের জন্য
খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Electoral Roll) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা নওদাপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে সমিতির আসন্ন পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors) নির্বাচনের উদ্দ্যেশ্যে অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে খসড়া নির্বাচক তালিকা (সমিতির জীবিত ও মৃত সদস্য/সদস্যাদের নিয়ে তৈরি) অদ্য ইংরেজি ৩১-১২-২০২৪ তারিখে সংযোজিত হয়ে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হল যা অত্র বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হবে। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্য/সদস্যার কোনও বক্তব্য থাকলে তা লিখিতভাবে আগামী ইং ০৬-০১-২০২৫ ও ০৭-০১-২০২৫ তারিখে সমিতির অফিসে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে জমা দিতে পারবেন। উক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং ১০-০১-২০২৫ তারিখে বেলা ১২ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা সমিতির কার্যালয়ে শুনানি হবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদনকারীকে তার বক্তব্যের সপক্ষে লিখিত/মুদ্রিত প্রমানাদি দাখিল করতে হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Electoral Roll) আগামী ইং ১০-০১-২০২৫ তারিখে বেলা তিন (৩) টের পরে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।
বিদ্র: অনিবার্য কারণবশতঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
নওদাপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥
আমমোক্তার নামা
১)শ্রীমতী স্বপ্না শীল স্বামী নদের চাঁদ শীল সাকিম ৪ অদ্য লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০১, **২)শ্রীমতী শুভ্রা দে** স্বামী শ্রী দিলীপ কুমার দে, সাকিম মতিবাগান, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, **৩)শ্রীমতী শুক্লা দত্ত** স্বামী স্বপন দত্ত সাকিম ৫৫সি, দক্ষিণ কেওলাপারা রোড(শ্যাম রোড), নৈহাটী, উত্তর ২৪ পরগনা, **৪)কুমারী সান্তা দে** সাকিম ফুলপুকুর রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, সকলের পিতা ৺করুনাময় দে, মহাশয়াগণ বিগত ইং 28/10/2013 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-০৭৫৮৬/20১৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **১)শ্রী সমীর দে** পিতা ৺করুনাময় দে, সাকিম ফুলপুকুর রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১ ও **২)শ্রী রবীশঙ্কর সিং** পিতা ৺জংবাহাদুর সিং সাকিম এন.জে.এম. রোড, হাজিনগর, নৈহাটী, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩১৩৫ মহাশয়গণকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 10/04/2017 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1884/2017 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী পিন্টু সরকার** পিতা সত্য প্রসাদ সরকার সাকিম কিরনাহার, পরোটা, নানুর, বীরভুম-৭৩১৩০২ মহাশয়কে বিক্রয় করেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা চুঁচুড়া, ২০ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক ১৮০৩ তথা হাল এল.আর. ১৩৮৬৪, ১৩৮৬৫, ১৩৮৬৬, ১৩৮৬৭ ও ১৩৮৬৮ নং খতিয়ানে, সাবেক ১৭০৮ তথা হাল এল.আর. ৩২২০ নং দাগে বাস্তু জমি ৩ কাঠা ১৩ ছটাক অথবা ০.০৬১ একর তাহার উপর অবস্থিত ফাল্গুনী এপার্টমেন্টের গ্রাউন্ড ফ্লোরে জি.এস-২ নং দোকানঘরটি যাহার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৫ বর্গফুট আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী পিন্টু সরকার** পিতা সত্য প্রসাদ সরকার উক্ত খরিদা দোকানঘরটি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥
আমমোক্তার নামা
১)শ্রীমত্যা লীলা বাগ ওরফে লীলা বাগ দাস স্বামী ৺মৃত্যুঞ্জয় বাগ ওরফে মৃত্যুঞ্জয় দাস **২)মিতা বাগ ওরফে মিতা দাস ৩)শ্রী মৃনাল কান্তি বাগ ওরফে মৃনাল কান্তি দাস,** ২ ও ৩ এর পিতা ৺মৃত্যুঞ্জয় বাগ ওরফে মৃত্যুঞ্জয় দাস সকলের সাকিম রাধিকা নগর, সুপেলা ভিলাই, সুপেলা, দুর্গ, ছত্রিশগড়-৪৯০০২৩ বিগত ইং 02/08/2022 তারিখে দুর্গ এস.আর-2, ছত্রিশগড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত যাহার সার্টিফিকেট নং IN-CG32635563613140U, ই-পঞ্জীয়ান আই.ডি নং CG5106402082022032 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী মলয় কুমার বাগ ওরফে মলয় কুমার দাস** পিতা ৺মৃত্যুঞ্জয় বাগ ওরফে মৃত্যুঞ্জয় দাস সাকিম রাধিকা নগর, সুপেলা ভিলাই, সুপেলা, দুর্গ, ছত্রিশগড়-৪৯০০২৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে ইং- 18/11/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-7060/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী প্রনব দত্ত** পিতা শ্রী প্রদীপ কুমার দত্ত সাকিম লক্ষী নারায়ন পল্লী, ২ নং কাপাসডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়কে 19 শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, অতঃপর উক্ত ক্রেতা **শ্রী প্রনব দত্ত** পিতা শ্রী প্রদীপ কুমার দত্ত মহাশয় নিজ খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই, স্বয়ং ক্ষমতাপ্রাপ্ত **শ্রী ধনঞ্জয় বাগ ওরফে ধনঞ্জয় দাস** পিতা ৺যুগোল বাগ ওরফে ৺যুগোল কিশোর দাস ও স্বয়ং ক্ষমতাপ্রাপ্ত **শ্রী নন্দলাল বাগ ওরফে নন্দলাল দাস** পিতা ৺যুগোল বাগ ওরফে ৺যুগোল কিশোর দাস মহাশয়গণের সহিত যৌথভাবে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ইং- 16/12/2022 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-13398/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে **শ্রী উদয় শঙ্কর পাল** পিতা ৺দিপেশ কান্তি পাল সাকিম গোধূলী এ্যাপার্টমেন্ট, বিবেকানন্দ সরনী, পাদরীপাড়া, ফ্ল্যাট নং জিএফডি, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬ মহাশয়কে ০১ কাঠা ০৯ ছটাক বাগান সম্পত্তি বিক্রয় করেন।
তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা সুগন্ধ্যা, জে. এল. ৭১, সাবেক তথা হাল এল. আর ৪৩৭ নং দাগে বাগান জমি, ১)হাল এল. আর ২২৩(নন্দলাল দাস) নং খতিয়ানে ৮ ছটাক ১৫ বর্গফুট, ২)হাল এল. আর ২১১(ধনঞ্জয় দাস) নং খতিয়ানে ৮ ছটাক ১৫ বর্গফুট এবং ৩)হাল এল. আর ৩৯৮(মৃত্যুঞ্জয় দাস) নং খতিয়ানে ৮ ছটাক ১৫ বর্গফুট সম্পত্তি, একুনে ১টি দাগের অন্দরে তিনটি খতিয়ানে ০১ কাঠা ০৯ ছটাক সম্পত্তি অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি **শ্রী উদয় শঙ্কর পাল** পিতা ৺দিপেশ কান্তি পাল উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **শ্রী উদয় শঙ্কর পাল** (ক্রেতা) **পিতা**- ৺দিপেশ কান্তি পাল

punjab national bank
সস্ত্র ডিভিশন, কলকাতা ওয়েস্ট সার্কেল,
৫ম তল, ১১, হেমন্ত বসু সরণি
কলকাতা -৭০০০০১
সংশোধনী
সংশ্লিষ্ট এই সংবাদপত্রে ২৯.১২.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত দখল নোটিশ অনুযায়ী ক্রম নং ১ (**এ/সি - মেসার্স ক্যানভাস প্রজেক্টস প্রা লি.**), এ/সি শেক্সপিয়র সরণি (পিএনবি) ব্রাঞ্চ, স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ কলমে , কিচেন সংখ্যা ১ (এক) পড়তে হবে, প্রকাশিত ১৪ পরিবর্তে। বাকি অংশ অপরিবর্তিত থাকছে।
তারিখ : ০১.০১.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
দখল নোটিশ
(স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল -৮(১)]
A/C No.-TL-41384280982 এবং CC-41384241308
যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এসএআরবি, সাউথ বেঙ্গল শাখা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **৩০.০৫.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা : **ইফরাহ ফুড প্রসেসিং প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড ঠিকানা - ১৩, তপসিয়া, ফার্স্ট লেন, ৪র্থ তল, কসমস ক্লাব, কলকাতা - ৭০০০৩৯ নিকট এবং ফ্যাক্টরি ঠিকানা ডুমুরতলা, নারায়ণপুর, থানা - ভাঙ্গর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫০২, এবং ডিরেক্টরগণ **ক) ফারহিন ইকবাল,** পিতা মহ. হাসিব কিউরেসি এবং **খ) শেখ মহ. ইকবাল** পিতা শেখ মহ. রৈজ, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫৩,১৭,০৫৯ টাকা (তিপান্ন লাখ সতের হাজার উনষাট টাকা)** ৩০.০৫.২০২৪ অনুযায়ী। আপনারা উল্লিখিত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি আদায় দিতে দায়বদ্ধ। পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২৭ ডিসেম্বর ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এসএআরবি, সাউথ বেঙ্গল শাখার নিকট বকেয়া **৫৩,১৭,০৫৯ টাকা (তিপান্ন লাখ সতের হাজার উনষাট টাকা)** ৩০.০৫.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
নথির তালিকা অনুযায়ী দায়বদ্ধ সম্পত্তির বিবরণ (দায়বদ্ধ/বন্ধকদত্ত যাবতীয় জামিনদত্ত নথি এবং অতিরিক্ত নথি এবং প্রামাণ্য নথি অনুযায়ী বিস্তারিত):
মালিক : ঋণগ্রহীতা ইফরা ফুট প্রসেসিং প্রা লি। রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা : ১৩, তপশিয়া, ফার্স্ট লেন, ৪র্থতল, কসমস ক্লাবের নিকট, কলকাতা : ৭০০৩৯ এবং ফ্যাক্টরি ঠিকানা : ডুমুরতলা, নারায়ণপুর, থানা : ভাঙ্গর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫০২।

বিবরণ	ক্রয়ের তারিখ	নির্মাণকারীর নাম এবং সরবরাহকারীর নাম
১) কলার টাইপ প্যাকিং, এয়ার কমপ্রেসার মেশিন	২৬.১২.২০২২	ক্লাসিক প্যাকেজিং ক্লাসিক প্যাকেজিং
২) ফ্র্যায়ার, বয়লার, কনভেয়ার এবং অন্যান্য মেশিনারি	২৭.১২.২০২২	ওয়েসিস ফুড প্রসেসিং সিস্টেম

মেশিনারির অবস্থান ফ্যাক্টরি ঠিকানা : ডুমুরতলা, নারায়ণপুর, থানা: ভাঙ্গর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫০২।
দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্বের সকল ১৩(৪) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত নোটিশ বাতিল বা প্রত্যাহৃত।
তারিখ - ২৭.১২.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কলকাতা এসবিআই এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

ফর্ম জি
স্পাইসি এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড মিডিয়া লিমিটেড -এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
ফিল্ম প্রোডাকশন, স্টুডিও সেট আপ ইত্যাদি ব্যবসায় নিযুক্তকারী
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ (১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	স্পাইসি এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড মিডিয়া লিমিটেড PAN : AACCL3789N CIN : L22219WB2012PLC188312
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	[illegible]
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	www.spicy.in
৪.	[illegible]	নেই
৫.	[illegible]	[illegible]
৬.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	নেই
৭.	[illegible]	[illegible]
৮.	[illegible]	spicyentertainment.cirp@gmail.com
৯.	[illegible]	spicyentertainment.cirp@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৬.০১.২০২৫
১১.	[illegible]	২৬.০১.২০২৫
১২.	[illegible]	৩১.০১.২০২৫
১৩.	[illegible]	০৫.০২.২০২৫
১৪.	[illegible]	০২.০৩.২০২৫
১৫.	[illegible]	০৪.০৩.২০২৫
১৬.	[illegible]	spicyentertainment.cirp@gmail.com

তারিখ : ০১.০১.২০২৫
স্থান : মুম্বই
স্পাইসি এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড মিডিয়া লিমিটেড
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00660/2017-2018/11689

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
দাবি নোটিশ
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
[illegible]
তারিখ : ০১.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আনসারুল্লা বাংলা টিমের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে নওদা থেকে ধৃতদের আদালতে পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লা বাংলা টিমের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে নওদা থেকে ধৃতদের মঙ্গলবার বহরমপুর সিজেএম আদালতে তোলা হয়। রাজ্য পুলিশের এসটিএফের পক্ষ থেকে ধৃতদের ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানানো হয়েছিল। বিচারক দিলওয়ার হোসেন ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ধৃতদের নাম সাজিবুল ইসলাম ও মুস্তাকিম মণ্ডল। ধৃতদের বিরুদ্ধে জঙ্গি যোগ সন্দেহ আরও মাত্রা পেল।

বাংলাদেশে ইউনুসের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসতেই সীমান্তের পশ্চিমপাড়ে জঙ্গিদের স্লিপার সেলের একের পর এক সন্ধান মিলেছে। এবার এপারে জেএমবি অপেক্ষা আনসারুল্লা বাংলা টিমের দাপট অনেক বেশি। দিন কয়েক আগে আসাম পুলিশ হঠাৎ হানা দেয় হরিহরপাড়ায়। হরিহরপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয় আব্বাস, শেখ ও মিনারুল শেখ। আব্বাস শেখ স্থানীয় মসজিদের ইমাম ছিলেন। মিনারুল এলাকায় একটি খাদিজিয়া মাদ্রাসা চালাতেন। দু'জনেই এবিটি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। তাদের জেরা করে অসম পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের এসটিএফ রবিবার রাত তিনটে নাগাদ নওদা থানার দুর্লভপুর থেকে সাজিবুল ইসলামকে ও পরে ভেলো গ্রাম থেকে মুস্তাকিম মণ্ডলকে জঙ্গিযোগ সন্দেহে আটক করে।

ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবের পর দু'জনকে সোমবার গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে ১১৩-৩/৪/৫/৬, ৬১ বিএনএস ও ১৪-সি ফরেনার অ্যাক্টে মামলা রুজু করে মঙ্গলবার আদালতে তোলা হয়। দুজনকেই চোদ্দ দিনের জন্য পুলিশ হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। সাজিবুল ইসলাম ও মুস্তাকিম মণ্ডল কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সাধারণ দুই যুবকের সঙ্গে বাংলাদেশি জঙ্গিযোগ রয়েছে শুনে এলাকার মানুষ হতবাক হয়ে পড়েছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর মুর্শিদাবাদ জেলায় একাধিক স্লিপার সেল রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে স্লিপার সেল থেকে এবিটির হয়ে কাজ করছিল আব্বাস, মিনারুল, সাজিবুল, মুস্তাকিরা। সাজিবুল কেরল থেকে ধৃত শাদ রবি ওরফে সাব শেখের পিসতুতো ভাই। আনসারুল্লা বাংলা টিমের প্রধান জসিমুদ্দিন রহমাণির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সাব শেখ বহুবার নওদায় তার আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছে বলেই তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। জেলায় বাংলাদেশি জঙ্গিদের একাধিক ডেরা থাকলেও কেন জেলা পুলিশ কিছুই জানতে পারল না। এ প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ধরনা ও অবস্থান-বিক্ষোভ সাফাই কর্মীদেকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ধরনা ও অবস্থান-বিক্ষোভ সাফাই কর্মীদের। বালুরঘাট পুরসভার সামনে চলে এই ধর্ণা কর্মসূচি। মূলত নর্থ বেঙ্গল বাসফোর অ্যান্ড হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর পক্ষ থেকে এই ধর্না কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। সাফাই কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, বকেয়া বেতন পরিশোধ সহ অন্যান্য নানা বিষয়ে বালুরঘাট পুর কর্তৃপক্ষের কাছে কোন সদুত্তর না পেয়ে এই ধরনের কর্মসূচিতে শামিল হয়েছেন বলেই বালুরঘাট পুরসভার সাফাই কর্মীরা জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে নর্থ বেঙ্গল বাস ফোর অ্যান্ড হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের জেলা সভাপতি বিজয় বাসকে জানান, 'আমাদের যারা সাফাই কর্মী আছেন, তাঁরা নভেম্বর মাসের বেতন ঠিকমতো পাইনি। পাশাপাশি আমাদের সাফাই কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবি রয়েছে। এ বিষয়টি জানানোর জন্য আমরা পুর কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোন রকম সদুত্তর আমরা পায়নি। পাশাপাশি আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হয়নি। তারই প্রতিবাদে আজ আমরা অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হয়েছি।'

বাংলাদেশিদের আধার কার্ড বানানোয় গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: বাংলাদেশিদের আধার কার্ড করে দেওয়ায় গ্রেপ্তার তিন ভারতীয়, একই সঙ্গে অবৈধ ভাবে ভারতে আসায় গ্রেপ্তার তিন বাংলাদেশি। মোট ৬ জনকে গ্রেপ্তার করলো হাবড়া থানার পুলিশ। বাংলাদেশিদের ভারতীয় আধার কার্ড তৈরি করে দিয়ে গ্রেপ্তার তিন ভারতীয়। পাশাপাশি তিন বাংলাদেশিকেও গ্রেপ্তার করল হাবড়া থানার পুলিশ।

ধৃত বাংলাদেশিরা হল মহম্মদ মতিউর রহমান বাড়ি বাংলাদেশের নাটোর জেলায় ধৃত সন্ধ্যা রায় ও তাঁর মেয়ে সুপর্না রায় বাংলাদেশের বরিশালের উজিরপুর থানা এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে সন্ধ্যা ও মতিউরের নামে অসৎ উপায়ে আধার কার্ড করে দিয়েছিল হাবড়ার পৃথিবার বয়রাগাছি এলাকার সায়েম হোসেন এবং মানিকতলা এলাকার মিন্টু দাস ও অমিত মন্ডল। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি আধার কার্ডও আটক করা হয়েছে।

সোমবার বিকেলে গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে হাবড়া থানার পৃথিবা পঞ্চায়েত আনোয়ার বেরিয়া এলাকা থেকে তাদের ধরা হয়। মঙ্গলবার ধৃতদের তোলা হয় বারাসাত আদালতে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত বাংলাদেশিদের এদেশে আসার বৈধ কোন কাগজপত্র পাওয়া যায়নি।

খাদি মেলার সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ছোট মাঝারি বস্ত্র বিভাগের উদ্যোগে খাদি ও গ্রামীন শিল্প পর্ষদের উদ্যোগে শহর বর্ধমানের টাউনহল প্রাঙ্গণে খ াদি মেলার শুভ সূচনা হয় মঙ্গলবার বিকেলে। দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল এই খাদি মেলা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বিধায়ক খোকন দাস, জেলাশাসক আয়েশা রানি এ, পুলিশ সুপার শায়ক দাস, বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার সহ বিশিষ্টজনেরা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মেলার শুভ সূচনা করেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান, পূর্ব বর্ধমান জেলা ছাড়াও রাজ্যের দশটি জেলা থেকে মোট ১০০টি স্টল এই মেলা প্রাঙ্গনে বসেছে। তিনি জানান খাদির দ্রব্য যারা উৎপাদিত করে, তা বিপণের জন্যই এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে খাদি মেলার মধ্য দিয়ে। তিনি আরও বলেন, গত বছর বিরানব্বই লক্ষ টাকার কেনা বেচা হয়েছিল এই মেলা থেকে। এ বছর তা ছাপিয়ে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

পুজো দিলেন অনুব্রত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা মন্দিরে পুজো দিতে আসেন অনুব্রত মণ্ডল। মঙ্গলবার যোগাদ্যা মন্দিরে মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকে নিয়ে পুজো দেন তিনি। প্রতিবছর ১৫ পৌষ বিশেষ পূজা পাঠের আয়োজন করা হয় দেবী যোগাদ্যার মন্দিরে।

পুজোপাঠের পাশাপাশি প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার ভক্তের জন্য অন্নভোগেরও ব্যবস্থা করা হয়। সেই বিশেষ দিনে মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকে নিয়ে পুজো দিতে আসেন অনুব্রত মণ্ডল। অনুব্রত মণ্ডলকে পেয়ে উৎসাহিত তৃণমূল শিবির। মঙ্গলকোট ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে এমনকি ভিন জেলা থেকেও হাজার হাজার ভক্তরা এসে উপস্থিত হন দেবী যোগাদ্যার মন্দিরে।

সকাল থেকেই পুজো পাঠকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট আটোসাটো করা হয়। তাছাড়া কেষ্ট মণ্ডলের আগমন হিসেবে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা জড়ো হয়েছিলেন মন্দির চত্বরে। স্বাগত জানানো হয় কেষ্ট মন্ডলকে এদিন ক্ষীরগ্রাম মন্দিরে। এদিন সকলের জন্য তিনি দেবীর কাছে মঙ্গল কামনা করেন। আগামী দিনে মঙ্গলকোট আউশগ্রাম সমস্ত জায়গাতেই দলীয় সংগঠন দেখবেন বলে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান।

বর্ষবরণের শেষ দিন প্রয়াত তৃণমূল কর্মীর স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করে পালন করা হল তৃণমূল নেতা শেখ মবিনের স্মরণ সভা। ২০২০ সালে ৩১শে ডিসেম্বর নিজের জমিতে কাজ করার সময় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় বেরুগ্রাম অঞ্চলের বরিষ্ঠ তৃণমূল নেতা শেখ মবিনের। প্রায় দলের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি তৃণমূল কংগ্রেস করতেন। বাম জামানা থেকেই জারি ছিল তাঁর লড়াই। ব্লকে তৃণমূল নেতা মেহমুদ খানের ছায়া সঙ্গী ছিলেন তিনি। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু অনেকেই মেনে নিতে পারেননি।

মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যু দিনে প্রতি বছরই ব্লকের দলীয় কার্যালয়ে স্মরণ সভা করা হয়। এদিনের এই স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, বেরুগ্রাম তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি তথা শেখ মবিনের ছায়া সঙ্গী সাহাবুদ্দিন শেখ ওরফে দানি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলি মণ্ডল সহ শাখা সংগঠনের সভাপতি অঞ্চল সভাপতিরা।

মেহেমুদ খান বলেন, সেই সময় সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর সাথে মবিনের যে লড়াই তা ভোলার নয়। জামালপুরে দলের জন্যও তাঁর অনেক অবদান আছে। মবিনের মৃত্যু তাঁরা কেউই এখনও মেনে নিতে পারেননি। তাঁর চলে যাওয়া জামালপুরে দলের অনেক ক্ষতি। তিনি আরো জানান তাঁর পরিবারের সঙ্গে তাঁরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। তাঁর পরিবারের পাশে তাঁরা সব সময়ই আছেন।

বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি বলেন, মবিনবাবুর মত লোকেদের জন্যই দল আজ ক্ষমতায়। তাঁর অবদান ভোলার নয়। জামালপুরের রাজনীতিতে মবিন চিরকাল উজ্জ্বল হয়েই থাকবেন।

এক মহিলা সহ গ্রেপ্তার ১৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানাঘাট: ফের বড়সড় সাফল্য রানাঘাট জেলা পুলিশ সাইবার ক্রাইম থানার। ডিজিটাল অ্যারেস্ট দুবাই ও কম্বোডিয়া থেকে অপারেটার।

১ কোটি টাকার ডিজিটাল অ্যারেস্টের নামে সাইবার প্রতারণার অভিযোগ মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, গুজরাট ও রাজস্থানে সাইবার পুলিশের অভিযান, জালে ১৩ জন ডিজিটাল অ্যারেস্ট সাইবার প্রতারণায় বড় সাফল্য সাইবার পুলিশের দাবি ৩১ দিন ধরে ৪ রাজ্যে অভিযান নদিয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলার সাইবার ক্রাইম থানার। গ্রেপ্তার হওয়া ১৩ জনের মধ্যে ১ জন মহিলা। মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও গুজরাট থেকে এই ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার মোবাইল, ব্যাংক পাসবুক, চেক বই, প্যান কার্ড সহ একাধিক নথি। ১০০টি অ্যাকাউন্ট সিজ করা হয়েছে। ৪ লাখ টাকা সিজ করা হয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর প্রচারিত হন।

ওই ব্যক্তিকে মুম্বই পুলিশের নামে হোয়াটসআপ কল করা হয়েছিল। তারপর তার কাছ থেকে ১ কোটি টাকা প্রতারণা করে ডিজিটাল অ্যারেস্ট এর ভয় দেখিয়ে। ১৬ নভেম্বর সাইবার থানার স্পেশাল টিম গঠন করে তদন্তে নামে। ৩১ দিন ধরে ৪ রাজ্য ঘুরে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে। একটি বড় চক্র যেটা দেশের বাইরে থেকেও অপারেট করা হয়, দাবি পুলিশের। শুরুতে ৭টি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে প্রতারকরা। পরে দ্রুত আরও একাধিক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে, দাবি পুলিশের।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার কারবারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজ ও ম্যাগজিন সহ গ্রেপ্তার দুই অস্ত্র কারবারি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুই অস্ত্র কারবাড়িতে গ্রেপ্তার করল হাবড়া থানার পুলিশ। ধৃতরা হল সঞ্জয় পাল ওরফে রিংকু এবং অমৃত লাল দাস। দু'জনের বাড়ি হাবড়া এলাকায়।

সোমবার গভীর রাতে সঞ্জয়ের বাড়িতে হানা দেয় হাবড়া থানার পুলিশ। উদ্ধার হয় তিনটি ওয়ান সাটার পিস্তল তিন রাউন্ড কার্তুজ ও একটি ম্যাগজিন। সঞ্জয়কে জেরা করে ঘটনায় যুক্ত অমৃতকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের পুলিশ হেফাজত চেয়ে মঙ্গলবার তোলা হচ্ছে বারাসাত আদালতে।

ডিজিটাল যুগে ব্রাত্য গ্রিটিং কার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রাত পোহালেই ইংরেজি নববর্ষ। তবে ডিজিটাল যুগে আজ ব্রাত্য পুরনো আবেগ গ্রিটিংস কার্ড। একসময় ছোট থেকে বড় সকলেই এই কার্ড কিনতে অধীর অপেক্ষায় থাকতেন। আজ পসড়া থাকলেও নেই ক্রেতার ভিড়।

নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আজ মুখ ফিরিয়েছে, তারা জানাচ্ছেন বর্তমান প্রজন্মে মোবাইল এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে চলে বর্ষবরণের আন্তরিক শুভেচ্ছা পাঠানোর কাজ। সেক্ষেত্রে আজ গ্রিটিংসের দোকান থাকলেও দোকানে নেই গ্রিটিংস কার্ড কেনার মানুষদের ভিড়। দোকানদাররা জানাচ্ছেন আগে দিনরাত এক হয়ে যেত গ্রিটিংস কার্ড লিখতে বা ডিজাইন করতে বর্তমানে ডিজিটাল যুগ আসার পরেই এখন গ্রিটিংস কার্ডের চাহিদা কমেছে। তবে তারা আশাবাদী, আগামী দিনে অর্থাৎ দু একদিন পর থেকে বিক্রি বাড়বে। তার কারণ বিদ্যালয়ের কাছে দোকানগুলি সাজানো হয়েছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা বন্ধুদের জানাতে কার্ড কিনবে।

সাত দিনে ১০ কোটি টাকার মদ বিক্রি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: বড়দিনের লম্বা ছুটিতে জেলাজুড়ে চলছে শীতের বনভোজন পর্ব। বছরের শেষ লগ্নে বিভিন্ন পিকনিক স্পটে দেদার হই-হুল্লোড় চলছে। শীতের মিঠে রোদে পিকনিক হবে আর মদের ফোয়ারা উঠবে না তাই কখন হয়!

মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার বহরমপুর আবগারি দপ্তর সূত্রে খ বর, গত সাত দিনে ১০ কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে। এই কদিন বহরমপুর সদর মহকুমায় মদের চাহিদা সব থেকে বেশি ছিল। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার আবগারি দপ্তরের অধীনে রয়েছে লালবাগ মহকুমা। জেলার অন্যতম পিকনিক স্পট হিসাবে পরিচিত নবাবের তালুকে মদ বিক্রি বাকিদের টেক্কা দিয়েছে।

যদিও আবগারি দপ্তরের আধিকারিকদের দাবি, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার বড়দিনের লম্বা ছুটিতে মদ বিক্রির পরিমাণ অনেক কম। বছরের শেষ দিন ও নতুন বছরের শুরুর দিন দৈনিক গড় মদ বিক্রির হারকে টপকাবে বলেই মনে করছেন আবগারি দপ্তরের কর্তারা। ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, শীতের দাপট না থাকায় মদ বিক্রির পরিমাণ কমেছে।

বহরমপুর আবগারি দপ্তরের অধীনে ১৩২টি লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকান রয়েছে। বহরমপুর মদর মহকুমাতে ৪২টি মদের দোকান রয়েছে। আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, কোন উৎসব বাদে বহরমপুর আবগারি দপ্তর থেকে দৈনিক দেড় কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়। তুলনায় পিকনিকের মরশুমে মদ বিক্রির পরিমাণ কম বলেই ধরা হচ্ছে। তবে বড় দিনের ছুটিতে শনি ও রবিবার আবগারি দপ্তর থেকে কোন দোকানে মদ ইস্যু করা হয়নি। হিসেব মতো পাঁচ দিনে দশ কোটি টাকার মদ ইস্যু করা হয়েছে।

অসমর্থিত সূত্রে খবর, বহু লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের ব্যবসায়ী আগে থেকেই স্টক বাড়িয়ে রেখেছিলেন। ফলে গত সাত দিনে দোকান থেকে মদ বিক্রির পরিমাণ তেরো কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলেই অনেকে দাবি করছেন। মদ বিক্রেতা সন্তোষ সাহা বলেন, এবার বড়দিনে জাঁকিয়ে শীত পড়েনি। জাঁকিয়ে শীত পড়লে হয়তো বিক্রি আরও বাড়ত।

বেআইনি ভাবে চলা রোপওয়ে বন্ধ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: ইংরাজি নতুন বছর উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মত এবছরও বছরের প্রথম দিনে বুদবুদের দামোদর নদের উপর অবস্থিত রণডিহা ড্যামে পিকনিক করতে ভিড় জমাবেন বহু মানুষ। প্রতি বছর ড্যামের গেট বন্ধ রাখা হয়। গোটা এলাকা জুড়ে থাকে বুদবুদ থানার পুলিশের কড়া নজরদারি। কেউ আসে পরিবার নিয়ে আবার কেউ বন্ধুরের সাথে আসে পিকনিক করতে। অনেকেই এখানে এসে দামোদর নদের জলে নৌকোয় করে ঘুরে বেড়ান। কেউ কেউ নৌকায় দাঁড়িয়ে সেলফিও নেন। কিন্তু এই নৌকোয় করে ঘুরে বেড়াতে গেলে যে লাইফ জ্যাকেটের প্রয়োজন পড়ে তা পড়েন না কেউ।ফলে ঝুঁকি নিয়েই সবাই নৌকায় চেপে ঘুরে বেড়ান।

স্থানীয় মাঝিরা জানিয়েছেন, প্রশাসনকে জানিয়েও তারা কোনো জ্যাকেট পান নি।শুধু তারা তাদের জন্য যে জ্যাকেট পেয়েছেন সেটাই পড়েন।হটাৎ করে মাঝ নদে কোনো বিপদ হলে কারোর কিছু করার থাকবে না।স্থানীয়রা জানিয়েছেন প্রতি বছর কোনো না কোনো দুর্ঘটনা ঘটে দামদরে।তাই ২৫শে ডিসেম্বর থেকে বছরের শুরুর কয়েকটা দিন কড়া নজরদারি রাখা হয়।

নতুন বছরে বহু মানুষের সমাগম হয় বলে, মানুষকে আনন্দ দিতে ওই জায়গায় একটি বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে গত কয়েকদিন আগে রোপওয়ে লাগানো হয়েছিল। কোনো রকম অনুমতি ছাড়াই এই রোপওয়ে লাগানো হয়েছে বলে দাবি করা হয়। জন প্রতি ১০০ টাকা করে নিয়ে এই রোপওয়ে থেকে টাকা রোজগার করা হচ্ছিল এবং গোটাটাই কোনো অনুমতি ছাড়াই বিপদজনক ভাবেই চলছিল বলে দাবি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা পৌঁছে গলসি ১নম্বর বিডিও কে বিষয়টি জানালে। বিডিওর নির্দেশে কয়েকজন অধিকারিক ও বুদবুদ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রোপওয়ে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে যান।

যদিও এই বিষয়ে ওই আধিকারিকরা কেউ কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তবে ওই বেসরকারি সংস্থার কর্মীরা জানিয়েছেন, তারা বুদবুদ থানা ও চাকতেঁতুল গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন তবে এই বিষয়ে বিডিওকে কিছু জানানো হয়নি এবং কোনো অনুমতি পত্র নেওয়া হয় নি। যার কারণে আধিকারিকরা সব বন্ধ রাখতে বলেছে ও প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে তবেই চালু করতে বলেছে।

হাতির হানায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: মঙ্গলবার সকালে কেশপুর ব্লকের এক নম্বর পঞ্চায়েতের শোলিডিহা গ্রামে হাতির হানায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম নিমাই ভুঁইয়া, বয়স ৬৫ বছর। এদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রাতক্রিয়া যাওয়ার সময় দলছুট একটি হাতির সামনে পড়ে যায়। হাতিটি শুঁড়ে ধরে আছাড় দিলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। আনন্দপুর থানার পুলিশ এবং বন দপ্তরের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দাঁতাল হাতিটি কয়েকদিন ধরে আরাবাড়ি রেঞ্জের শোলিডিহা সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। হাতির হানায় মৃত্যুর পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বাঘিনি আতঙ্ক কাটিয়ে ঝাড়গ্রামে পর্যটকদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বাঘিনি ধরা পড়তেই আতঙ্ক কাটিয়ে বর্ষবরণে পর্যটকের ঢল নেমেছে জঙ্গলমহলে। বাঘিনির আতঙ্কে মাটি হয়েছিল বড়দিনের আনন্দ। ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। বন দপ্তরের হাতে বাঘিনি ধরা পড়তেই সেই আতঙ্ক উধাও। ফলে নতুন বছরে ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহলে পর্যটকদের রেকর্ড ভিড় হবে বলে আশাবাদী পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

বছরের শেষ দিনে ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি, চিল্কিগড়, কাঁকড়াঝোর, ঘাগরা জলপ্রপাত, ডিয়ার পার্ক সহ অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলার পর্যটকরা রেকর্ড ভিড় জমিয়েছেন। পর্যটন ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, বাঘিনির আতঙ্ক কাটতেই জঙ্গলমহলে পর্যটকরা দলে দলে আসতে শুরু করেছেন। অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রাম শহরের এবং জেলার প্রায় সমস্ত হোটেল ও হোমস্টেগুলি অগ্রিম বুকিং হয়ে গিয়েছে।

ইংল্যান্ড সিরিজে বিশ্রামের সম্ভাবনা রোহিত-কোহলিকে, সঙ্গী বুমরাহও !

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী জানুয়ারি মাসে ভারত সফরে আসবে ইংল্যান্ড। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি এবং তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজ মুখোমুখি হবে দু'দল। সাদা বলের এই সিরিজে সম্ভবত খেলবেন না ভারতীয় দলের তিন সিনিয়র ক্রিকেটার রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি এবং জসপ্রীত বুমরাহ।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন রোহিত এবং কোহলি। তাঁদের ইংল্যান্ডের সঙ্গে ২০ ওভারের সিরিজ খেলার কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু এক দিনের সিরিজেও সম্ভবত খেলবেন না তাঁরা দু'জন। কোনও সিরিজেই সম্ভবত খেলবেন না বুমরাহও। আগামী চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তিন সিনিয়র ক্রিকেটারকে তরতাজা ভাবে পেতে চায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। তাই বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির পর তাঁদের বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে।

প্রথমে হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। সেই সিরিজে তিন জনেরই না খেলা এক রকম নিশ্চিত। তবে এক দিনের সিরিজে খেলার বিষয়টি তিন ক্রিকেটারের উপরই ছেড়ে দিতে চাইছে বিসিসিআই। চাইলে তাঁরা বিশ্রাম নিতে পারেন। চাইলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে প্রস্তুতি হিসাবে খেলতেও পারেন। তাঁদের উপর চাপ কমানোর জন্যই খেলতে চাপ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ভারত-ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ আগামী ২২ জানুয়ারি, কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। তার ১৫ দিন পর ৬ ফেব্রুয়ারি নাগপুরে প্রথম এক দিনের ম্যাচ। ভারত-অস্ট্রেলিয়া পঞ্চম টেস্ট শেষ হওয়ার কথা ৭ জানুয়ারি। সেই হিসাবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ না খেললে রোহিত, কোহলি এবং বুমরাহ এক মাস বিশ্রাম পেয়ে যাবেন। আবার ভারত-ইংল্যান্ড এক দিনের সিরিজ শেষ হবে ১২ ফেব্রুয়ারি। আর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলের প্রথম ম্যাচ ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। তাই এক দিনের সিরিজে খেলার বিষয়টি তিন সিনিয়র ক্রিকেটারের উপরই ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিসিসিআই কর্তারা।

নিউ জল্যিান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল বুমরাহকে। দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের জন্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেননি রোহিত। তা ছাড়া টানা খেলে চলেছেন তিন সিনিয়র ক্রিকেটারই। তাই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে তাঁদের উপর চাপ কমানোর কথা ভাবা হয়েছে।

আজ চন্দননগরে সংবর্ধিত হবেন জিম্বাবোয়ের কিংবদন্তি ক্রিকেটার তাইবু

নিজস্ব প্রতিনিধি: নতুন বছরের শুরুতেই ক্রিকেট শিক্ষার্থীদের জন্য বিরাট সুযোগ এনে দিলেন বেহালা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জী। কলকাতায় তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েই এলেন জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক ও ক্রিকেটার তাতেন্ডা তাইবু। একসময় জিম্বাবোয়ের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান ছিলেন তিনি। কিন্তু বোর্ডের সঙ্গে জোর বিরোধের ফলে আচমকাই ক্রিকেট ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তবে দেশের হয়ে ২৮ টেস্ট, ১৫০ ওডিআই খেলেছেন। সম্প্রতি পাপুয়া নিউ গিনিতে কোচিং করাচ্ছেন। এবার বিশ্বজিৎ মুখার্জীর ডাকে কলকাতায় এসে খুদে শিক্ষার্থীদের টিপস দিতে চান তাইবু। আজ ১ জানুয়ারি, বছরের প্রথম দিনই চন্দননগর সফরে যাবেন জিম্বাবোয়ের কিংবদন্তি। চন্দননগর বয়েজ ক্লাবের এবার শতবর্ষ। সেখানে গ্লোবাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ক্রিকেট শিক্ষার্থীদের টিপস দেবেন তিনি। সেইসঙ্গে চন্দননগর বয়ের ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হবে তাঁকে। এনসিএ লেভেল ২ পাস করা কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে আরও তিনদিন কলকাতায় কোচিং টিপস দেবেন তিনি। ২ থেকে ৪ জানুয়ারি বিবেকানন্দ অ্যাকাডেমিতে সকাল সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত রাইজিং স্টার ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ক্লাস নেবেন এরপর আবার দুপুর দেড়টা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত টালিগঞ্জ অগ্রগামীর মাঠে মন্টু ঘোষ ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ক্লাস নেবেন জিম্বাবোয়ের এই কিংবদন্তি।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-৭৬-২৪, তারিখ ৩০.১২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নরূপ কাজের জন্য বৈধ ইলেক্ট্রিক কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স আছে এবং আর্থিকভাবে নিম্নরূপ কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম এরূপ নামী টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিশন - মধুপুর, বাসুকিনাথ, বৈদ্যনাথধাম দেওঘর, দেওঘর জংশন, ভালুয়া, ধনপতডিহ, গিরিডিহ, ঘোরমারা, জগদীশপুর, জামতারা, জোড়ামৌ, কুমড়াবাদ রোহিনী, কৃষ্ণ বল্লভ সহায় হল্ট, ককবারা, মহেশমুণ্ডা, মদনকাটা, মথুরাপুর, নরগঞ্জো, রাবত গঞ্জে দিবাঙ্গ ব্যক্তিদের জন্য ন্যূনতম অপরিহার্য্য সুবিধার ব্যবস্থাকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৮,৫৫,৩৯৫.১০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৫৭,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস। **বন্ধের ও খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০১.২০২৫-এ সকাল ১১টা। রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps. gov. in**-এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে।

(ASN-286/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বিজয় হাজারেতে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে কেরল-বধ বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিজয় হাজারে ট্রফিতে একের পর এক ম্যাচ জিতে চলেছে বাংলা। দিল্লি-বরোদার পর সুদীপ কুমার ঘরামিরা এদিন হারালেন কেরলকে। ২৪ রানে ম্যাচ জিতে 'ই' গ্রুপের শীর্ষেও উঠে গেল তারা। প্রদীপ্ত প্রামাণিকের হাফসেঞ্চুরি ও সায়ন ঘোষের ৫ উইকেট, মূলত দুই বোলারের সৌজন্যে জিতল বাংলা।

এদিন টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় কেরল। শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের শিকার হয় বাংলা। দ্রুত ফিরে যান অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি ও অভিষেক পোড়েল। বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। আগের ম্যাচের নায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার ফিরে যান মাত্র ৯ রানে। ৪৬ রানের মধ্যে ৪ উইকেট হারিয়ে প্রবল চাপে পড়ে বাংলা। কণিষ্ঠ শেঠ ও সুমন্ত গুপ্তের জুটিও তেমন সাফল্য পায়নি। সেখান থেকে বাংলাকে বড় রানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান প্রদীপ্ত প্রামাণিক। ৮২ বলে ৭৪ রানের কার্যকরী ইনিংস খেলেন তিনি। ৫০ বলে ২৭ রানে যোগ্য সঙ্গ দেন কৌশিক মাইতি। শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেট হারিয়ে বাংলার রান দাঁড়ায় ২০৬।

জবাবে শুরুটা খারাপ করেনি সঞ্জু স্যামসন-হীন কেরল। তাঁদের ব্যাটিংয়ে প্রথম আঘাত হানেন কৌশিক মাইতি। কেরলের আরেক ওপেনারকে ফিরিয়ে দেন মুকেশ কুমার। তাতেও বিপদ কাটেনি। ৩ উইকেট হারিয়ে ১৪৩ রান তুলে নেয় তারা। সেখান থেকে শুরু হয় সায়ন ঘোষের জাদু। একের পর এক উইকেট তুলে কেরলের ব্যাটিংয়ের কোমর ভেঙে দেন তিনি। একটি উইকেট তোলেন প্রদীপ্তও। জয়ের লক্ষ্য থেকে তখনও খুব বেশি দূরে ছিল না কেরল। কিন্তু যতবারই সায়ন বোলিংয়ে আসেন, ততবারই কেরলের উইকেট পড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৮২ রানে গুঁটিয়ে যায় কেরলের ইনিংস। বাংলা জেতে ২৪ রানে।

৪ ম্যাচে বাংলার পয়েন্ট ১৪। ই গ্রুপে শীর্ষে আছেন অনুষ্টুপরা। যদিও ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ম্যাচটি বৃষ্টির জন্য বাতিল হয়। ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে বরোদা।

৩৩ তম সন্তোষ ট্রফি জয় বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্বপ্ন সফল। ৩৩ নম্বর সন্তোষ ট্রফি জিতলো বাংলা। ৮ বছর পরে (২০১৬-১৭)সন্তোষ পেলো টিম বেঙ্গল। বছরের শেষদিনে হায়দরাবাদে অতিরিক্ত সময়ে রবি হাঁসদার গোলে জয় পেলো সঞ্জয় সেনের ছেলেরা। এদিন প্রথমদিকে নরহরি শস্ট্রা চোটের কারণে নামতে পারেননি। আর প্রথমার্ধে গোলের সুযোগ তৈরী করে দুই দলই কিন্তু আর গোল হচ্ছিলো না। সেকেন্ডহাফেও বাংলা কেরালা দুই দলই গোল পাচ্ছিল না। এদিন বাংলার ডিফেন্স ছিল অনবদ্য। মাঝমাঠের দখল রেখেছিলেন চাকু মাণ্ডি, আদিত্য থাপারা। দুই উইং দিয়ে আক্রমণে ওঠার দায়িত্ব ছিল আবু সুফিয়ান ও মনোতোষ মাজির।আর ম্যাচের একেবারে শেষে ৯০ মিনিটে রবি হাঁসদা জয়সূচক গোল করেন। এই গোল করে তিনি বাংলার সন্তোষ ট্রফি ইতিহাসে এক টুর্নামেন্টে সবথেকে বেশি গোলের মালিক হলেন। গোল করে আনন্দে জার্সি খুলে ফেললেন তিনি।বাংলার ফুটবলে এই সন্তোষ জয় একটা নবজাগরণ সৃষ্টি করল। এবারে বাংলার ৩ প্রধান বাইরের ফুটবলারদের জায়গায় বাংলার ফুটবলারদের কথা ভাববে সেটা আশা করাই যায়। আর কোচ সঞ্জয় সেনের আই লিগ জয়ের পরে এটাও একটা নতুন মাইলস্ট্রোন তৈরী করলেন। বুধবার শহরে ফিরবে দল। রাজ্য সরকার আর আইএফএ থেকে সন্তোষ জয়ী বাংলা দলকে দেওয়া হবে সংবর্ধনা।

ABRIDGE SHORT TENDER NOTICE
SNIT NO.- WBIW/EE/CID/SHORT NIT- 22 / 2024-25.

Executive Engineer, Contai Irrigation Division. invites Off-Line short notice tender for 01 (One) No. Source of Fund SDS / MAINTENANCE works in the District Purba Medinipur. Amount Put to Tender from Rs. – 3,93,247.00 Requisite information is available in the web site www.wbiwd.gov.in. and also in Contai (I) Division's office notice board, last date of application on 03.01.2025 up to 17:00 Hrs.

(Sd/- K . Mandal)
Executive Engineer
Contai irrigation Division.(I. & W Dte.)
Contai, Purba Medinipur.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/489/24-25 Dated 31.12.2024	Repairing and Restoration of road from Sakher Bazar more to RNC. Road Junction at iward no-19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 8,51,729.00

Bid Submission end date: **10.01.2025 at 11-00 hrs.**
For more information please visit
http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/488/24-25 Dated 31.12.2024	Upgradation of W.B.M road at B.C Roy road near Rashmath in ward no-26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,89,376.00

Bid Submission end date: **10.01.2025 at 11-00 hrs.**
For more information please visit
http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু বাইক আরোহীর

লখনউ, ৩১ ডিসেম্বর: ভয়াবহ দুর্ঘটনা উত্তরপ্রদেশের সম্ভলে। বাইক আরোহীকে ধাক্কা মেরে প্রায় এক কিলোমিটার হিঁচড়ে নিয়ে গেল এসইউভি গাড়ি। এই ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে বাইক চালকের। দুর্ঘটনার হাড়হিম করা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। যা দেখে শিউরে উঠছেন নেটিজেনরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৯ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে সম্ভলের ওয়াজিদ পুরম এলাকায় হাইওয়ের উপর। পঞ্চাশ বছয় বয়সি সুখবীর হায়াতনগর থেকে বাইকে চেপে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় তাঁর বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে এসইউভি গাড়ি। বাইক-সহ গাড়ির নিচে আটকে পড়েন ওই ব্যক্তি। বেগতিক বুঝে ওই অবস্থাতেই বাইক-সহ সুখ বীর হিঁচড়ে নিয়ে যায় গাড়ি। প্রায় এক কিলোমিটার ওইভাবে চলার পর শেষে গাড়ি ফেলে চম্পট দেন চালক।

গোটা ঘটনার ভিডিও ক্যামেরাবন্দি করেছেন ঘাতক গাড়িটির পিছনে থাকা অন্য এক গাড়ির চালক। যেখানে দেখা যাচ্ছে, দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে একটি এসইউভি গাড়ি। তার সামনের অংশে মোটরবাইক আটকে থাকায় রাস্তায় ঘষা লেগে ব্যাপকভাবে আগুনের ফুলকি ছুটছে। স্থানীয় লোকজন গাড়িটিকে থামানোর চেষ্টা করলে গাড়িটি আরও দ্রুত গতিতে ছোটাতে শুরু করেন অভিযুক্ত চালক। গাড়ি থামার পর সুখবীরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও মৃত্যু হয় তাঁর। হাসপাতালে সুখবীরের প্রাথমিক চিকিৎসা করেছিলেন চিকিৎসক আরকে সিং। তিনি বলেন, সারা শরীরে অসংখ্য আঘাত ছিল সুখ বীরের। তাঁর দুটি পা ভেঙে গিয়েছিল। শরীরের নানা অংশ থেকে রক্ত ঝরছিল।

এদিকে যে ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেখানে ওই ঘাতক এসইউভি গাড়ির কাঁচে সাঁটানো ছিল বিজেপির স্টিকার। যাতে লেখা 'গ্রাম প্রধান'। ইতিমধ্যেই গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘাতক গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাস চালকদের হুঁশিয়ারি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আতিশীর

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর: নির্দিষ্ট স্টপে কোনও মহিলাকে অপেক্ষা করতে দেখলে অবশ্যই বাস থামাতে হবে। মহিলাকে অপেক্ষা করতে দেখেও বাস বেরিয়ে গেলে সাসপেন্ড করা হবে ওই বাসের চালক এবং কন্ডাকটরকে। দিল্লির সমস্ত সরকারি বাসের জন্য এই নিয়ম কার্যকর হচ্ছে। এ কথা জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আতিশী মারলেনা।

দিল্লির কোনও মহিলা এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে মোবাইলে ওই বাসের ছবি তুলে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন আতিশী। তার পর সেই ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার কথা জানিয়েছেন তিনি। আতিশী আশ্বস্ত করেছেন, এই ধরনের কোনও ঘটনা নজরে আসলে সঙ্গে সঙ্গে বাসের চালক এবং কন্ডাকটরের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।

বস্তুত, দিল্লিতে বর্তমানে মহিলাদের বিনামূল্যে সরকারি বাস পরিষেবা দেওয়া হয়। ২০১৯ সালের অক্টোবরে এই সুবিধা চালু করে আম আদমি পার্টির সরকার। বিনামূল্যে বাস পরিষেবা নিতে ইচ্ছুক মহিলাদের জন্য গোলাপি রঙের একটি বিশেষ টিকিট দেওয়া হয়। ওই টিকিটের মাধ্যমে তাঁরা বিনা খরচে সরকারি বাসে যাতায়াত করতে পারেন।

তবে সম্প্রতি দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে মহিলা যাত্রীরা বাসে ওঠার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বাস থামার জন্য নির্ধারিত জায়গায় যদি শুধুমাত্র মহিলাদের অপেক্ষা করতে দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে নাকি বাস না থামিয়েই চলে যান চালকেরা। দিল্লির মহিলা মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই ধরনের কিছু অভিযোগ সম্প্রতি তাঁরও নজরে এসেছে।

BANASHYAMNAGAR GRAM PANCHAYAT
PATHARPRATIMA PANCHAYAT SAMITI
Vill-Shibnagar, P.O.-Banashyamnagar, P.S.-Patharpratima, South 24 Parganas-743337

ABRIDGED NIT

eTenders are being invited from the bidders w.r.t. Tender ID **No. 2024_ZPHD_792312_1.** all are Last date of tender dropping **06-01-2025 up to 11.00 A.M.** and opening date of the tenders **08-01-2025 at 11.00 A.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- Prodhan
Banashyamnagar Gram Panchayat
Shibnagar, Banashyamnagar, South 24 Parganas

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700 028

"DUM DUM MUNICIPALITY HAS published tenders in the Govt website: "wbtenders.gov.in." related to Bituminous Road Work with Mastic Asphalt under DMA vide memo no 930/DDM/GEN/24-25 & 931/DDM/GEN/24-25 Dtd. 12.12.2024, Last Date for Dropping Bids has been extended to - 07.01.2025, bid opening revised to 09.01.2025. Also published tender on CLEANING OF ALL DRAINS, AND CANALS under 14th FC vide memo no 1013/DDM/GEN/24-25 Dtd. 30.12.2024, published on 31.12.2024. Last date for dropping is 8.1.2025 and opening on 10.01.2025

Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Emergency Collar ascertain at DVC More (300Omm), 54 fee (200mm) & Piyala (300mm), Network Prosperity at JC Bose Bastee, Gopalmath, Sukantapally West & Valve and Tee installation at Energy Park OHR, Rising main alteration of Backwash OHR at 14MGD WTP, Emphasize of 900mm CI Pipe by led joint at Gandhi More, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-170/24-25
Tender ID : 2024_MAD_792950_1 • Estimated Amount : 10,79,903/-

2) Name of the Work: Laying of 200mm Dia. DI Pipe Line (Supplied by DMC) and 110mm (OD) Dia.,160mm (OD) Dia. HDPE (PE-100 & PN-6) Pipe Line (Supply, Fitting, Fixing) at Gopalmath (NH side extension), within Ward No.- 35, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-179/24-25
Tender ID : 2024_MAD_792956_1 • Estimated Amount : 38,03,436/-

3) Name of the Work: Installation of CI Spiral Staircase, M.S. Cat Ladder and G.I. Pipe Railing on RC Stair with Barbed Wire fencing on existing Boundary Wall of 2 Nos existing OHR at Gopalmath within Ward No.- 35, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-182/24-25
Tender ID : 2024_MAD_793027_1 • Estimated Amount : 10,66,734/-

Last Date : 15th January 2025, up to 5:00 pm

4) Name of the Work: Installation of 2 No Mark II Tubewell by Rig Boring System at Ispatpally Natun Khatal within Ward No.- 04, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-180/24-25
Tender ID : 2024_MAD_793076_1 • Estimated Amount : 5,67,771/-

5) Name of the Work: Installation of Submersible Pump through Rig Boring System (Depth 130.00 m) and Construction Water Reservoir at Bijra Masjid Para ICDS Centre (CN 93) within Ward No.- 02, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-177/24-25
Tender ID : 2024_MAD_793097_1 • Estimated Amount : 7,85,856/-

6) Name of the Work: Sinking of Borewell (200.00 mtr Depth) with Installation of Submersible Pump & Laying of 75mm Dia. HDPE Pipe-Line (Supplying, Fitting and Fixing) at Pursha Bauri Para within Ward No.- 37, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-178/24-25
Tender ID : 2024_MAD_793121_1 • Estimated Amount : 8,81,247/-

Last Date : 08th January 2025, up to 5:00 pm
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

ইয়েমেনে মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত ভারতীয় নার্সকে বাঁচাতে উদ্যোগ বিদেশ মন্ত্রকের

সানা, ৩১ ডিসেম্বর: ইয়েমেনে মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত ভারতীয় নার্স নিমিশা প্রিয়ার প্রাণ বাঁচাতে সমস্ত রকম সাহায্যের বার্তা দিল বিদেশ মন্ত্রক। মঙ্গলবার প্রিয়ার পরিবারকে আশ্বাস দিয়ে বিদেশ মন্ত্রকের মুখ পাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানালেন, ভারত সরকার তাঁর মৃত্যুদণ্ড রদ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

স্বামীকে হত্যার অপরাধে ২০১৭ সাল থেকে ইয়েমেনের জেলে বন্দি রয়েছেন নিমিশা। ২০১৮ সালে এই মামলায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনায় ইয়েমেনের আদালত। তাঁর প্রাণ বাঁচাতে এত বছর ধরে আইনি লড়াই চালিয়ে এসেছে নিমিশার পরিবার। তবে সব আশায় জল পড়ে যায় গত সোমবার। প্রবাসী ভারতীয় ওই যুবতীর প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছলে তা খারিজ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নির্দেশ দেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট রশিদ মহম্মদ আল আলিমি। আগামী এক মাসের মধ্যেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার কথা।

এই পরিস্থিতিতে প্রিয়ার মৃত্যুদণ্ড রদ করতে তৎপর হল বিদেশ মন্ত্রক। জয়সওয়াল জানান, 'ইয়েমেনে নিমিশা প্রিয়ার সাজা সম্পর্কে আমরা অবগত। নিমিশার পরিবার তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য সমস্তরকম চেষ্টা করছে। সরকার ওই পরিবারের পাশে আছে এবং এ বিষয়ে সব ধরনের সহযোগিতা করছে।' ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট যাতে প্রিয়াকে প্রাণভিক্ষা দেন তার জন্য সরকারের তরফে আবেদন জানানো হবে।

কেরলের পালাক্কড় জেলার বাসিন্দা নিমিশা প্রিয়া ২০০৮ সাল থেকে ইয়েমেনের এক হাসপাতালে কাজ করতেন। ২০১৪ সালে তাঁর স্বামী ও কন্যা ভারতে ফিরে এলেও নিমিশা সেখানে থেকে যান। উদ্দেশ্য ছিল ইয়েমেনে ক্লিলিক খোলা। সেখানে তালাল আবদো মেহদি নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর। দুজন মিলে সেখানে এক ক্লিনিক খোলেন। পরে এই ক্লিনিকের অংশীদারিত্ব নিয়ে অসান্তি বাধে দুজনের মধ্যে। নিমিশার পাসাপোর্ট কেড়ে নেয় সে। পুলিশে অভিযোগ জানিয়ে কোনও ফল না হওয়ায়। অন্য পথে হাঁটেন তিনি।

এর পর ২০১৭ সালের ২৫ জুলাই ওই ব্যক্তিকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দেন নিমিশা প্রিয়া। উদ্দেশ্য ছিল, অভিযুক্ত ঘুমিয়ে পড়লে পাসপোর্ট উদ্ধার করবেন। তবে ওযুধের ওভারডোজের কারণে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। এই অবস্থায় একজনের সাহায্য নিয়ে মেহদির দেহ টুকরো করে জলের ট্যাঙ্কে ফেলে দেন নিমিশা।

এবং ইয়েমেন থেকে পালানোর সময় ধরা পড়ে যান। বিচারপর্বে ২০১৮ সালে ইয়েমেনের আদালত নিমিশাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। তাঁর প্রাণরক্ষায় সবরকম চেষ্টা করেন নিমিশার মা প্রেমা কুমারী। ভারত সরকারও তাঁর পাশে দাঁড়ায়। এমনকি সাজার বিরুদ্ধে বিগত কয়েক বছর ঘরে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক সংগঠন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে ট্যুরে

শীতে চিড়িয়াখানাকে চ্যালেঞ্জ ইকো পার্কের

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতার উপকণ্ঠে নিউটাউন। আর এই নিউটাউনে মানুষ ভিড় জমাচ্ছে এক বিশেষ আকর্ষণে। এখানে ৪৮০ একর জায়গা জুড়ে তৈরি করা হয়েছে ইকোপার্ক। সরকারি নাম প্রকৃতি তীর্থ। আর এই ইকো পার্কের আকর্ষণে শীতের ছুটিতে একটু হলেও ভাটার টান আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে শুরু করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। এমনকী কয়েক বছর আগে যে ভিড় দেখা যেত নিক্কো পার্কে, নিন্দুকেরা বলছে তেমন ভিড় নাকি চোখে পড়ছে না ২০২৪-এর শীতে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, এ বছরও বড়দিনে ভিড়ের লড়াইয়ে জোর টক্কর দিয়েছে চিড়িয়াখানা আর ইকো পার্ক। গুনতির হিসাবে চিড়িয়াখানা এগিয়ে থাকলেও কঠিন লড়াই দিয়েছে ইকো পার্কও। হবে নাই বা কেন! এত সুবিশাল জায়গার প্রতিটা কোণে লুকিয়ে রয়েছে নানা ধরনের আকর্ষণ। পার্কের চারপাশে একটি জলাশয় এবং মাঝখানে একটি দ্বীপ গঠনের কারণে অবস্থানের সৌন্দর্য বেড়েছে হাজারো গুণ। এখানে এতো কিছু দেখার রয়েছে এখানে যে সময় কোথা দিয়ে শেষ হয়ে যাবে তা বোঝার উপায় নেই।খুব সত্যি বলতে পুরো ইকো পার্কটি একদিনে ঘুরে দেখা প্রায় অসম্ভব।

তাই ইকো পার্ক যাওয়ার আগে একটু প্ল্যান করে নেওয়া দরকার। শিশু থেকে বৃদ্ধ সব বয়সী মানুষের জন্য আরও অনেক কিছু আছে ইকো পার্কে। সবকিছুর ওপর মন ভালো করে দেয় এখানকার সবুজে ভরা পরিবেশ, যা কংক্রিট আর অ্যাসফল্টে মোড়া কলকাতায় বড়ই বিরল। ২০১২-তে ‘হিডকো’-র তত্ত্বাবধানে পার্কটির উদ্বোধন করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। ২০১৩ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

ইকো পার্কের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় এখানে মোট ৬টি গেট আছে। যে কোনও একটি দিয়ে ঢুকলেই হল। তবে ৪ নম্বর গেটের কাছেই আছে বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের প্রতিরূপ। সেগুলি দেখেই ইকোপার্ক ভ্রমণ শুরু করতে পারেন। আবার প্রথম থেকেই হাঁটতে ইচ্ছে না করলে ব্যাটারি চালিত গাড়ি বা টয়ট্রনে পুরো ইকোপার্কটা এক ঝলক ঘুরে দেখে নেওয়া যায়। তার জন্য অবশ্য ২ নম্বর গেট দিয়ে ঢুকলেই ভাল।

ইকো পার্কের সবথেকে বড় আকর্ষণ এখানকার বিরাট লেক। যার আয়তন ১০০ বর্গ একরের থেকে একটু বেশি। খাতায় পত্রে এই হিসেবটা ১০৪ বর্গ একর। আর লেকের মাঝখানে রয়েছে একটি দ্বীপ। এই দ্বীপের নাম রাখা হয়েছে ‘সবুজ সাথী’। এখানে গেলে মিলবে রেস্তোরাঁ থেকে ৩ তারকা মানের থাকার হোটেলও। চাইলে এই অসাধারণ পরিবেশে আপনি পরিবার, আপনার প্রিয়জনকে বা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কিছুদিন অবসর সময়ও কাটিয়েও যেতে পারেন।

এরপরই ইকো পার্ক সম্পর্কে বলতে গেলে এসে পড়বে এখানকার বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের প্রতিরূপের কথা।এই সপ্তাশ্চর্যের তালিকায় রয়েছে চিনের মহাপ্রাচীর, জর্ডনের পেত্রা নগরী, রোমের কোলোসিয়াম, মেক্সিকোর চিচেন ইৎজা, পেরুর মাচুপিচু, ভারতের তাজমহল, ব্রাজিলের ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার। এর পাশাপাশি প্রাচীন আশ্চর্য হিসেবে মিশরের

পিরামিডও আছে। যাকে রাখা হয়েছে বিশেষ সম্মান দিয়ে। পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের প্রত্যেকটির মিনিয়েচারে প্রবেশ করতে পারবেন আলাদা করে টিকিট কেটে।

এছাড়াও ইকো পার্কে আছে চিলড্রেনস পার্ক। এক্কেবারে ছোটদের জন্যই তৈরি। যেখানে ১০ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত বাচ্চারা চড়তে পারে এমন বেশ কিছু রাইড রাখাও আছে এই পার্কে।

ইকো পার্কে আরও এক নজর কাড়া ব্যাপার হল এখানকার সবুজ সাথী কাঁচ ঘর। সবুজ সাথী দ্বীপে পুরো কাঁচ দিয়ে তৈরি ঘর যেখান থেকে ৩৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল-এ ইকো পার্কের পুরো ভিউ পাওয়া যায়।

রয়েছে অ্যাম্ফিথিয়েটারও। জলে ভাসমান এক অর্ধ বৃত্তাকার খোলা গ্যালারি। বৃত্তাকার খোলা এই গ্যালারিতে প্রায় ২০০০ লোক একসঙ্গে যে কোনও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন। এটি বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা সেমিনারের জন্য ভাড়াও দেওয়া হয়।

এখানেই শেষ নয়, এছাড়াও আছে ডিয়ার পার্ক, পাখিবিতান, গল্ফ কোর্স, অ্যাম্ফিথিয়েটার, বাটারফ্লাই গার্ডেন, হেলিকোনিয়া গার্ডেন, স্কাল্পচার গার্ডেন, রেন ফরেস্ট, বিভিন্ন ফলমূলের বাগান, চা-বাগান, জোড় বাংলো মন্দির, ফ্লোটিং মিউজিক ফাউন্টেন, কাচের তৈরি গ্লাস হাউস, পার্কের মধ্যে কাফে একান্তে,

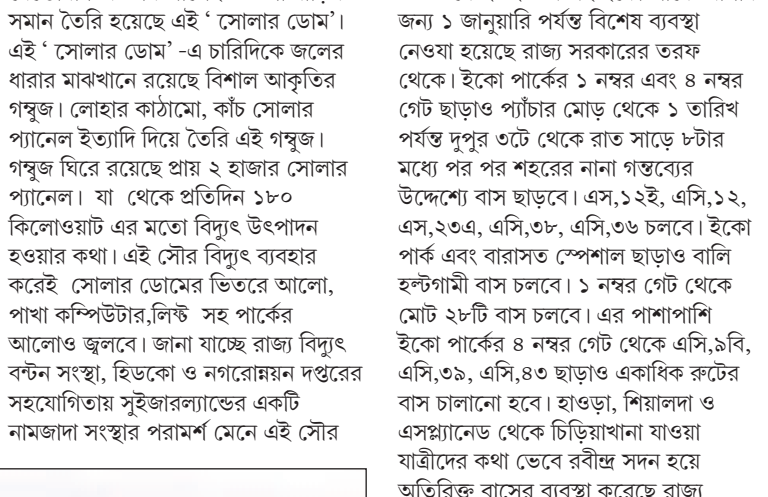

প্যারিসের আইফেল টাওয়ার, ইকো রিসর্ট, জাপানি ফরেস্ট আর রবি অরণ্য। আর লেকে বোটিংয়ের সঙ্গে সন্ধের শান্ত পরিবেশে ‘ডান্সিং ফাউন্টেন’ না দেখলে অনেক কিছুই না দেখা থেকে যাবে এই ইকো- পার্কের। অর্থাৎ, কোনও ভাবেই এটা মিস করা চলবে না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়। ২০২৪-এ ইকো পার্কে সবার নজর কাড়ছে ‘ সোলার ডোম’ বা ‘ সৌর গম্বুজ’ । প্রকৃতি তীর্থের অন্দরে যে ‘ধামসা’ ট্রাইবাল রেস্তোরাঁ ঠিক তার পাশেই ৮ তলা বাড়ির সমান তৈরি হয়েছে এই ‘ সোলার ডোম’। এই ‘ সোলার ডোম’ -এ চারিদিকে জলের ধারার মাঝখানে রয়েছে বিশাল আকৃতির গম্বুজ। লোহার কাঠামো, কাঁচ সোলার প্যানেল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি এই গম্বুজ। গম্বুজ ঘিরে রয়েছে প্রায় ২ হাজার সোলার প্যানেল। যা থেকে প্রতিদিন ১৮০ কিলোওয়াট এর মতো বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ার কথা। এই সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করেই সোলার ডোমের ভিতরে আলো, পাখা কম্পিউটার,লিফ্ট সহ পার্কের আলোও জ্বলবে। জানা যাচ্ছে রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা, হিডকো ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় সুইজারল্যান্ডের একটি নামজাদা সংস্থার পরামর্শ মেনে এই সৌর সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিকাঠামো তৈরি হলেও এই সোলার ডোম নজর কাড়া হওয়ায় সচেতন করার কাজ হবে অনেক বেশি সহজ।

তবে এতো কিছুর পর জানা দরকার, ঠিক কী ভাবে যাওয়া যেতে পারে এই ইকো পার্কে

কলকাতা বিমানবন্দর থেকে প্রায় ১০ কিমি দূরে নিউ টাউনে মেজর আর্টারিয়াল রোডের পাশে অবস্থিত এটি। কোনও ক্যাব (ওলা বা উবের) অথবা ট্যাক্সি কিংবা সিএনজি করে সরাসরি ইকো পার্কে পৌঁছে যেতে পারেন। কলকাতায় ট্যাক্সি বা সিএনজি ভাড়া তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এছাড়া পাবলিক বাসে করেও যাওয়া যেতে পারে।

তবে ২০২৪-এ এই ইকো পার্কে আসার জন্য ১ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। ইকো পার্কের ১ নম্বর এবং ৪ নম্বর গেট ছাড়াও প্যাঁচার মোড় থেকে ১ তারিখ পর্যন্ত দুপুর ৩টে থেকে রাত সাড়ে ৮টার মধ্যে পর পর শহরের নানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বাস ছাড়বে। এস,১২ই, এসি,১২, এস,২৩এ, এসি,৩৮, এসি,৩৬ চলবে। ইকো পার্ক এবং বারাসত স্পেশাল ছাড়াও বালি হল্টগামী বাস চলবে। ১ নম্বর গেট থেকে মোট ২৮টি বাস চলবে। এর পাশাপাশি ইকো পার্কের ৪ নম্বর গেট থেকে এসি,৯বি, এসি,৩৯, এসি,৪৩ ছাড়াও একাধিক রুটের বাস চালানো হবে। হাওড়া, শিয়ালদা ও এসপ্ল্যানেড থেকে চিড়িয়াখানা যাওয়া যাত্রীদের কথা ভেবে রবীন্দ্র সদন হয়ে অতিরিক্ত বাসের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য পরিবহণ দফতর।

এই পার্কে মোট গেট আছে ৬টি। এর মধ্যে ১ থেকে ৪ নম্বর যে কোনও গেট দিয়ে ঢুকতে পারেন। ৪ নং গেটের কাছেই রয়েছে বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের প্রতিরূপ এবং ২ নং গেটের কাছে রয়েছে ব্যাটারি চালিত গাড়ি বা টয়ট্রেন। গাড়ি বা টয়ট্রেনে করে পুরো পার্কটি ঘুরে দেখতে পারেন। তবে পার্কে ঘোরার আসল মজা পাবেন পায়ে হেঁটে দেখলেই।

কলকাতা ইকোপার্ক পরিদর্শনের সময়

মঙ্গলবার থেকে শনিবার ইকো পার্ক খোলা থাকে সকাল ১১টা থেকে সন্ধে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত।

রবিবার বা অন্যান্য ছুটির দিন পার্কে ঢোকা যাবে সকাল সাড়ে দশটা থেকে। বন্ধ হবে রাত সাড়ে সাতটায়। তবে সন্ধে সাতটাতেই বন্ধ হয়ে যাবে পার্কের টিকিট কাউন্টার।

নভেম্বরের শুরু থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই সময়েই প্রবেশ করা যাবে ইকো পার্কে। সোমবার আগের মতোই বন্ধ থাকছে পার্ক। জনান্তিকে বলে রাখি, পার্কে বাইরে থেকে কোনও খাবার নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাই সরকারি ফুড কোর্ট থেকে খাওয়াই ভাল। এখানে সব ধরনের খাবার পাওয়াও যায়।

গম্বুজটি তৈরি হয়েছে। আর এই ‘ সোলার ডোম’ ,এর ভিতরে রয়েছে গ্যালারি, স্ক্রিন প্রজেক্টর, সেমিনার হল, প্ল্যানেটরিয়াম, মেরিন একোয়ারিয়াম, ৩৬০ ডিগ্রি ভিউ পয়েন্ট,সহ অনেক কিছু। এই মিউজিয়ামে প্রবেশ করতে গেলে ১০০ এবং ২০০ টাকা দিয়ে টিকিট কিনতে হবে। স্কুল থেকে আগত ছাত্রছাত্রীরা অবশ্য মাত্র ১০০ টাকা দিয়েই প্রবেশ করতে পারবে। বিদ্যুৎ খরচ বাঁচাতে এখন সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করার ব্যাপারে আমজনতাকে সচেতন করতেই এই বিশেষ পদক্ষেপ। ইতিমধ্যেই বহু জায়গায়

শীতের ছুটিতে ছোটদের জন্য ডে-আউট

শীতের ছুটি পড়েছে। বাড়ির কচিকাচাদের নিয়ে কোথাও ঘুরতে না গেলেই নয়। এদিকে জনপ্লাবন নেমেছে চিড়িয়াখানায়। একই ছবি ইকো পার্কেও। সেই কারণে অনেকেই ঠিক করতে পারছেন না ঠিক কোথায় যাওয়া যতে পারে। তবে চিড়িয়াখানা বা ইকো পার্ক ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি জায়গা রয়েছে ঘুরে আসার জন্য। এই তালিকায় রয়েছে —

সায়েন্স সিটি

বিশাল মহাকাশে বিজ্ঞান এবং গবেষণা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সমস্ত প্রচুর তথ্য জানতে পারবে আপনার সন্তান। এখানে গেলে বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রকল্প হাতে কলমেও দেখে নিতে পারবে ছোটরা। আপনি এমন নানা ধরনের টাইম মেশিন, স্পেস থিয়েটার ইত্যাদি পাবেন যেখানে দীর্ঘ সময় কাটানো যাবে। যাওয়ার আগে অবশ্যই প্রবেশ মূল্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে হবে।

জাস্ট জাম্পিং, নিউটাউন

নিউটাউনে রয়েছে এই ট্র্যাম্পোলিন পার্ক। এখানে একাধিক অ্যাক্টিভিটি করতে পারবে যে কোনও বাচ্চাই। এমনকী বড়রাও চাইলে তাতে সামিল হতে পারবেন। এদিক থেকে ওদিক থেকে লাফিয়ে পড়ে যাওয়া, মাথায় হেলমেট পরে কৃত্রিমভাবে মারপিট, সিঁড়ি দিয়ে অনেক উঁচুতে উঠে যাওয়া, ব্যালেন্স করে বিভিন্ন খেলা বা হনুমানের মত দড়িতে ঝুলে পড়া। এসবই করা যাবে জাস্ট জাম্পিংয়ে। এক্ষেত্রে প্রবেশ মূল্য আগে থেকে দেখে নিতে হবে।

ভারতীয় জাদুঘর

প্রাপ্তবয়স্ক এবং বাচ্চা সকলের জন্যই আকর্ষণীয় ভারতীয় জাদুঘর। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, নানা যুগের মুদ্রা, মমি, ফসিল, পেন্টিং এবং মিশরীয় ইতিহাসের সংগ্রহ দেখতে বাচ্চা ইচ্ছুক হলে পৌঁছে যেতে পারেন এখানে। একটি ছোট মাঠও রয়েছে। ফলে দুপুরে বিশ্রাম নিতে চাইলে এখানে বসতে পারেন।

টাইম জোন, সাউথ সিটি

দেশের বহু জায়গায় রয়েছে টাইম জোন। কলকাতায় সাউথ সিটির টাইম জোনটি কলকাতায় সবচেয়ে জনপ্রিয়। এখানে একাধিক রকমের খেলা রয়েছে। চকোলেট পিকিং, টেডি পিকিং সঙ্গে হ্যামার, বাস্কেট বল ইত্যাদি। এখানে দু'জনের ন্যূনতম তিন হাজার টাকা খরচ হতে পারে। তবে এই পিকিং গেমগুলির ক্ষেত্রে একাধিক গিফটও পাওয়া যায় ফলে বাচ্চারা খুশি হয়।

নিকো পার্ক

কলকাতার অন্যতম সেরা জায়গা হল নিকো পার্ক। রোমাঞ্চকর রাইড থেকে শুরু করে মজাদার গেমিং সেন্টার, বোলিং অ্যালি, রেস্তরাঁ সব কিছুই এখানে অত্যন্ত ভীষণ ভাল একবার এলে সারাদিন অনায়াসেই কাটিয়ে ফেলতে পারবেন।

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম

সৌরজগত সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হলে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে পৌঁছে যেতে পারবেন। এছাড়া আরও অনেক কিছু দেখার আছে। জানারও আছে।